The Daily Star

30 DEC 2025

Dhaka Int'l Trade Fair begins on Jan 1

STAR BUSINESS REPORT

The month-long Dhaka International Trade Fair (DITF) will begin on January 1, 2026, bringing together local and international exhibitors.

Chief Adviser Muhammad Yunus will inaugurate the 30th edition of the fair, which is being co-organised by the commerce ministry and the Export Promotion Bureau (EPB) at the Bangladesh-China Friendship Exhibition Centre in Purbachal.

Commerce Secretary Mahbubur Rahman shared the information at a press conference held at the venue yesterday.

According to the fair's layout plan, a total of 324 pavilions, stalls and restaurants of different categories have been allocated with full transparency to domestic producer-exporter organisations, general business establishments and foreign companies, Rahman said.

A wide range of local products will be showcased at the fair, including textiles, machinery, carpets, cosmetics and beauty aids, electrical and electronic items, furniture, jute and jute products, household goods, and leather and artificial leather products, including footwear, he said.

The use of polythene bags and single-use plastics has been banned at this year's fair, Rahman said. As an alternative, environmentally friendly shopping bags will be supplied at subsidised prices through the Ministry of Textiles and Jute, he added.

Besides Bangladesh, 11 companies from six countries -- India, Turkey, Singapore, Indonesia, Hong Kong and Malaysia -- are participating in this year's fair. Last year, 343 companies took part.

Visitors will need to buy tickets priced at Tk 50 to enter the fair.

In order to ease transportation to the Bangladesh-China Friendship Exhibition Centre in Purbachal, around 200 buses will operate during the fair. In addition, ride-sharing services will offer special discounted fares for visitors.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রথম আলো
30 DEC 2025

পূর্বাচলে ১ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে মাসব্যাপী বাণিজ্য মেলা

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আগামী ১ জানুয়ারি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরু হচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এই মেলার উদ্বোধন করবেন। এবারের মেলায় প্রবেশ করতে দর্শনার্থীদের ৫০ টাকায় টিকিট কাটতে হবে। এ ছাড়া মেলাপ্রাঙ্গণ পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে যেতে রাজধানী ঢাকার খেজুরবাগান, কুড়িল বিশ্বরোড, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রায় ২০০ বাস চলবে প্রতিদিন। এ ছাড়া রাইড শেয়ার পাঠাও-এ থাকবে বিশেষ মূল্যছাড়।

পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে গতকাল সোমবার সংবাদ সম্মেলন করে বাণিজ্য মেলার এ তথ্য জানায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এতে বক্তব্য দেন বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, পূর্বাচলে পঞ্চমবারের মতো এই বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এবারের মেলায় বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩২৪টি দেশি-বিদেশি প্যাভিলিয়ন ও স্টল থাকছে। মেলার টিকিটের মূল্য জনপ্রতি ৫০ টাকা এবং শিশুদের (১২ বছরের নিচে) ক্ষেত্রে ২৫ টাকা। তবে মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধী ও জুলাই আহতরা তাঁদের কার্ড প্রদর্শন করে বিনা মূল্যে মেলায় প্রবেশ করতে পারবেন। মাসব্যাপী মেলাটি সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে। আর সাপ্তাহিক ছুটির দিনে রাত ১০টা পর্যন্ত চলবে। স্পট টিকিট কেনার পাশাপাশি অনলাইনে টিকিট কিনে কিউআর কোড স্ক্যান করে মেলায় প্রবেশ করা যাবে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

যাতায়াত কীভাবে

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ক্রেতা-দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসির ডেডিকেটেড বাস সার্ভিসের পাশাপাশি যুক্ত হচ্ছে রেয়াতি মূল্যে 'পাঠাও' সেবা। মেলায় সাধারণ দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে কুড়িল বিশ্বরোড, ফার্মগেট (খেজুরবাগান বা খামারবাড়ি), নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী থেকে প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে বাণিজ্য মেলার উদ্দেশ্যে বিআরটিসির ২০০টির বেশি শাটল বাস চলবে।

মেলাপ্রাঙ্গণ থেকে শাটল বাসের সর্বশেষ ট্রিপ ছাড়বে রাত ১১টায়। ফার্মগেট (খেজুরবাগান/ খামারবাড়ি) থেকে মেলা প্রাঙ্গণের ভাড়া ৭০ টাকা; কুড়িল বিশ্বরোড থেকে মেলাপ্রাঙ্গণের ভাড়া ৪০ টাকা; নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়া থেকে মেলা প্রাঙ্গণের ভাড়া ১২০ টাকা; মুক্তারপুর থেকে মেলাপ্রাঙ্গণের ভাড়া ১৩০ টাকা; নরসিংদী থেকে মেলাপ্রাঙ্গণের ভাড়া ১০০ টাকা; মেলাপ্রাঙ্গণ থেকে সাইনবোর্ড পর্যন্ত ভাড়া ১০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ছাড়াও মোট ভারত, তুরস্ক, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, হংকং ও মালয়েশিয়ার মোট ১১টি প্রতিষ্ঠান এবারের মেলায় অংশগ্রহণ করছে। গত বছরের মেলায় মোট ৩৪৩টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ঢাকা

বণিক বার্তা

30 DEC 2025

আপাতত অপরিবর্তিত থাকছে নাম

‘ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা’ ১ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার (ডিআইটিএফ) নাম পরিবর্তনে সম্প্রতি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ১৪৮তম পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই সভায় আন্তর্জাতিক শব্দটি বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তবে নাম পরিবর্তনের এ সিদ্ধান্ত আপাতত অপরিবর্তিত থাকছে বলে জানানো হয়।

গতকাল রাজধানীর পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ সেন্টারে মেলার আয়োজন নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য নিশ্চিত করেন বাণিজ্য সচিব মাহাবুবুর রহমান। তিনি বলেন, ‘যেহেতু বাংলাদেশের রফতানি বাড়ছে, সে কারণে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব রয়েছে। যতদিন পর্যন্ত বিদেশীদের অংশগ্রহণ থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শব্দটা বাদ দেয়া উচিত হবে না।’

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান হাসান আরিফ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রফতানি) আব্দুর রহিম খান, ইপিবির মহাপরিচালক বেবি রাণী কর্মকার।

সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্য সচিব জানান, দেশীয় পণ্যের প্রচার, প্রসার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আগামী ১ জানুয়ারি থেকে রাজধানীর পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে শুরু হচ্ছে ‘৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা’। মাসব্যাপী এ মেলায় দেশী-বিদেশীসহ ৩২৪টি স্টল থাকবে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এ মেলার উদ্বোধন করবেন।

এ সময় তিনি জানান, এবারের মেলায় আধুনিক ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর স্টল ও প্যাভিলিয়ন অনলাইনে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য চালু করা হয়েছে ই-টিকিট ব্যবস্থা। অনলাইনে টিকিট কিনে কিউআর কোড স্ক্যান করে সরাসরি মেলায় প্রবেশ করা যাবে। পাশাপাশি মেলা প্রাঙ্গণে সরাসরি টিকিট কেনার ব্যবস্থাও থাকছে। এছাড়া দর্শনার্থীদের যাতায়াত সহজ করতে বিআরটিসির ডেডিকেটেড বাস সার্ভিসের পাশাপাশি স্বল্পমূল্যে পাঠাও পরিবহন সেবা যুক্ত করা হয়েছে।

আয়োজকরা জানান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ইপিবির আয়োজনে মেলার নকশা অনুযায়ী মোট ৩২৪ প্যাভিলিয়ন, স্টল ও রেস্তোরাঁ শতভাগ স্বচ্ছতার ভিত্তিতে দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এতে দেশীয় বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, পাট ও পাটজাত পণ্য, জুতা ও চামড়াজাত দ্রব্য, ইলেকট্রনিক সামগ্রী, খেলনা, কসমেটিকস, গৃহসামগ্রী, হস্তশিল্প, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, ফাস্টফুডসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য প্রদর্শিত হবে। পণ্য প্রচার ও বিপণনের জন্য থাকবে উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

The Daily Star

30 DEC 2025

RMG exporters to shoulder EU tariffs in post duty-free era

Study warns of pressure on profits

STAR BUSINESS REPORT

Bangladeshi apparel exporters are likely to absorb much of the future European Union (EU) tariffs by cutting their own prices once duty-free access ends, according to a new study that warns of pressure on profits and long-term competitiveness.

If the EU imposes a 10 percent tariff on Bangladeshi garments after the end of trade preferences, exporters will need to cut their pre-tariff export prices by about 4 percent to remain competitive, according to the study on tariff and exchange rate pass-through in apparel exports to the EU. Tariff pass-through refers to the extent to which exporters transfer new tariffs to buyers in their selling price.

This means that nearly 40 percent of the tariff cost would be absorbed by exporters themselves, rather than being fully passed on to European buyers or consumers.

The study, presented at an event in Dhaka organised by the Research and Policy Integration for Development (RAPID) in collaboration with the International Growth Centre (IGC) yesterday, examines how exporters are likely to respond to higher tariffs and exchange rate movements after Bangladesh graduates from least developed country (LDC) status in 2026.

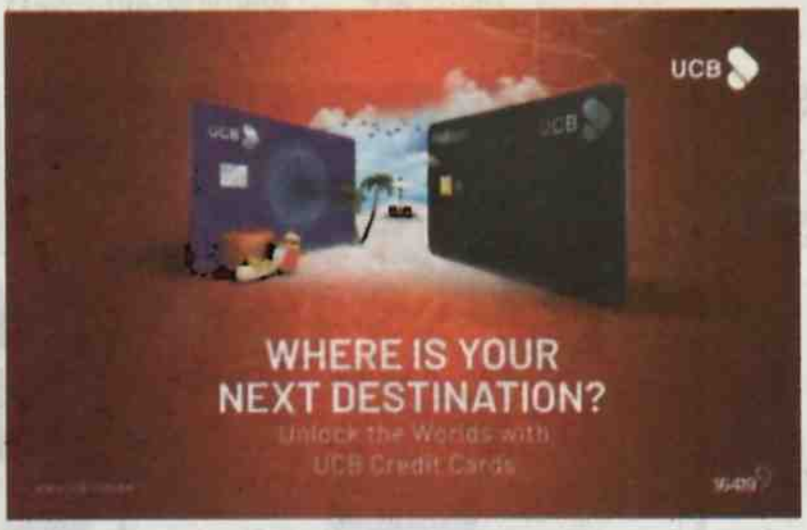

Duty-free and quota-free access to the EU under the Everything But Arms (EBA) scheme is set to end in 2029, following a transition period.

Once preferences expire, apparel exports, more than 90 percent of which consist of low-value garments, could face Most Favoured Nation (MFN) tariffs of about 12 percent.

Using a counterfactual pricing model based on comparator exporting countries, the researchers find that tariff pass-through is likely to be incomplete in such a scenario.

Instead of transferring higher tariffs to buyers, exporters are expected to lower their own prices to protect market share in the EU, a strategy that may help sustain export volumes in the short term but would significantly compress profit margins.

The study cautions that prolonged price absorption could weaken firms' capacity to invest, upgrade technology and move into higher-value segments.

The research also suggests that exchange rate depreciation will provide only partial relief after preference erosion.

"About half of changes in the exchange rate are passed through to export prices, suggesting that currency depreciation alone cannot neutralise the impact of higher tariffs," said Md Deen Islam, research director of the RAPID, while presenting the keynote paper.

This is particularly relevant as Bangladesh has moved toward a more market-based exchange rate regime since mid-2024, increasing volatility for exporters.

The Financial Express
30 DEC 2025

Why agro-processing remains timid

If agro-processing is value-addition to farm outputs such as crops, livestock, fish, timber etc., Bangladesh has a long way to go before it economically transforms the raw versions of produce into products. The country has to its credit surplus production of certain vegetables and fruits but most varieties of those produce fall short of standard specification for industrial processing. Naturally, the surplus perishable vegetables and fruits are used as animal feed or thrown out to rot.

Managements of different agro-processing companies cite, according to a report carried in the FE on Sunday last, the reasons why local farm produce cannot be used for processing in their factories. Locally produced crops are undersized with high moisture contents, less fleshy yield and excessive seeds. Even the cashew nuts introduced lately do not meet the factory specification. Another exotic crop is coffee bean now being cultivated under a promotional initiative. How it will fare in meeting the specification is yet to be reported.

In a country like Bangladesh with an oversize population, the research priority is to focus on domestic mass consumption, according to a prominent agricultural scientist. This contention is indisputable but then the same concept demands a review when some of the produce such as tomato and pineapples get wasted. If those met the required specifications of industries and factories, the processing of the excessive yield could have led to economies of scale. On the one hand, cost of production increases and on the other, the surplus outputs are left to rot. So cultivation of the improved varieties is an imperative.

Had all the necessary initiatives been taken earlier, agro-processing by now have gained momentum. Late comers into the export market face tough challenges

In this context, breeder and chief scientific officer at the Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) Dr. Md Selim Uddin's claim that the institute has developed some of the produce fit for processing at the companies' plants. But there is a gap between innovation and farmers' practices. In this case, the Department of Agricultural Extension (DAE) should play the role of both a guide and a mentor. The DAE perhaps is least bothered with the mismatch between farm practices and use of outputs for industrial purposes. They are likely to be satisfied with meeting the criterion of mass consumption at home. Now, the need is to adopt improved seeds of tomato and other crops in order to make the yields ready for industrial use. At least, it has to be ensured that the excess outputs are not wasted but used for processing. Not all vegetables and fruits are produced in excess but the select ones that are grown with a big surplus-margin should be selected for matching those with industrial needs.

Potato, for example, can be used for chips and other crisp items. This year farmers have to count losses and its fresh crop is now selling at prices leaving hardly any profit margin. It is exactly in such matters, agriculture extension officers can encourage farmers to adopt quality seeds so that the stem tuber crop meets the phytosanitary standard for export as well as production of chips and other processed foods.

Similarly, other crops can be improved. In fact, improved cashew nut seeds imported from Cambodia have already been planted. Within five years yield is expected. The BARI has also developed a variety fit for commercial processing. Had all such initiatives been taken earlier, agro-processing by now have gained momentum. Late comers into the export market face tough challenges.

The Financial Express
30 DEC 2025

Textile sector needs urgent support

Saving the textile sector is not about favouring one industry over another. It is about safeguarding the structural integrity of Bangladesh's economy. It is about recognising that backward linkage industries are national assets, not disposable entities

observes
Mir Mostafizur Rahaman

The country's textile sector, the backbone of export economy and the foundation on which the garment industry stands, is facing an existential crisis. Nowhere is this more evident than in the country's spinning mills, where mounting losses, policy inertia and external pressures are pushing an entire industry to the brink. The Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) on Sunday issued a stark warning: unless the government takes effective decisions within the next 72 hours, domestic yarn and textile production could suffer irreversible damage.

This is not the language of routine lobbying. It is the alarm of an industry that has exhausted its buffers and is now fighting for survival.

According to industry leaders, the situation is no longer tolerable. Many mills have already shut down, while others are operating far below capacity. If current trends continue, they warn, the entire sector could collapse. Bangladesh currently has more than 500 spinning mills, yet a significant number are now being forced to sell yarn below production cost -- an unsustainable practice that guarantees losses rather than recovery.

At the heart of the crisis lies a deadly combination of rising production costs and distorted market competition. Energy prices, particularly gas, remain a critical burden. Textile entrepreneurs point out a glaring inconsistency in policy: when global gas prices rise, domestic tariffs are promptly increased; but when international prices fall to historic lows, local industries see no relief. For an energy-intensive sector such as spinning, this asymmetry is devastating.

The result is predictable. Mills bleed cash. Working capital dries up. Debt mounts. And confidence evaporates.

The problem is compounded by dumping practices, particularly yarn imports from India at prices that domestic producers simply cannot match. Industry insiders allege that Indian exporters are selling yarn in Bangladesh at around 30 cents less per unit than in their own domestic market. Such pricing, whether driven by subsidies, excess capacity or strategic market capture, has wreaked havoc on local production.

This is not merely a question of trade competition; it is a question of industrial sovereignty. Bangladesh

Workers at a textile factory in Dhaka —Agency Photo

To allow the same vulnerability to re-emerge would be a strategic failure. An import-dependent textile base is a contradiction in terms for a country whose global reputation rests on its garments industry. The spinning and textile sectors are not peripheral players; they are the supply chain's foundation. Undermine them, and the entire apparel ecosystem -- from small factories to multinational buyers -- becomes hostage to external shocks.

The scale of distress is visible in the numbers. Spinning mills are currently holding unsold yarn worth approximately Tk120 billion. This idle inventory represents frozen capital, rising interest costs and shrinking liquidity. For many entrepreneurs, it is the final straw.

Yet this crisis is not inevitable. It is the outcome of policy choices -- and policy neglect.

Bangladesh's economic success over the past three decades has been built increasing competitiveness. To let this achievement unravel would be to reverse decades of progress.

The government's response so far has been cautious, even hesitant. But caution, at this moment, risks becoming complicity. What the sector requires is not sympathy, but decisive intervention.

First, energy pricing must be rationalised. Domestic gas tariffs for export-oriented and backward-linkage industries should reflect global market realities. If international prices fall, domestic industries should benefit. Without competitive energy costs, no spinning mill can survive -- regardless of efficiency or scale.

Second, dumping must be confronted head-on. Bangladesh has the legal and institutional tools to impose anti-dumping duties and safeguard measures under World Trade Organization rules. What has been missing is the political will to

essential. Temporary support mechanisms -- whether in the form of low-interest working capital loans, rescheduling of existing debt or tax relief -- could provide breathing space for mills struggling under unsold inventories and cash flow shortages. Without liquidity, even viable businesses collapse.

Fourth, policy coherence must replace fragmentation. The textile sector sits at the intersection of energy policy, trade policy, fiscal policy and industrial strategy. Treating these in isolation has produced the current crisis. A coordinated, whole-of-government approach is long overdue.

The closure of some factories is not a market correction driven by inefficiency, but a systemic failure caused by distorted inputs and unfair competition. Allowing mass closures under these conditions would destroy productive capacity that cannot be easily rebuilt.

The consequences would extend far beyond spinning mills. Garment manufacturers would face higher input costs and longer lead times. Employment would be lost -- not just in factories, but across logistics, transport and services. Export earnings would come under pressure. And Bangladesh's hard-earned reputation as a reliable sourcing destination would suffer.

There is also a political dimension. Industrial decline fuels social instability. Idle factories mean idle workers, rising loan defaults and growing resentment. At a time when the country is navigating political transition and economic uncertainty, allowing such a strategic sector to implode would be reckless.

The BTMA's 72-hour ultimatum should not be dismissed as exaggeration. It reflects the urgency felt on factory floors, in boardrooms and in bank offices across the country. Decisions delayed today will be closures tomorrow.

Saving the textile sector is not about favouring one industry over another. It is about safeguarding the structural integrity of Bangladesh's economy. It is about recognising that backward linkage industries are national assets, not disposable entities.

History will judge this moment. Either the government steps in with clarity, courage and speed -- or it presides over the slow dismantling of one of the country's most critical industrial pillars.

Saving the textile sector is not about favouring one industry over another. It is about safeguarding the structural integrity of Bangladesh's economy. It is about recognising that backward linkage industries are national assets, not disposable entities

observes

Mir Mostafizur Rahaman

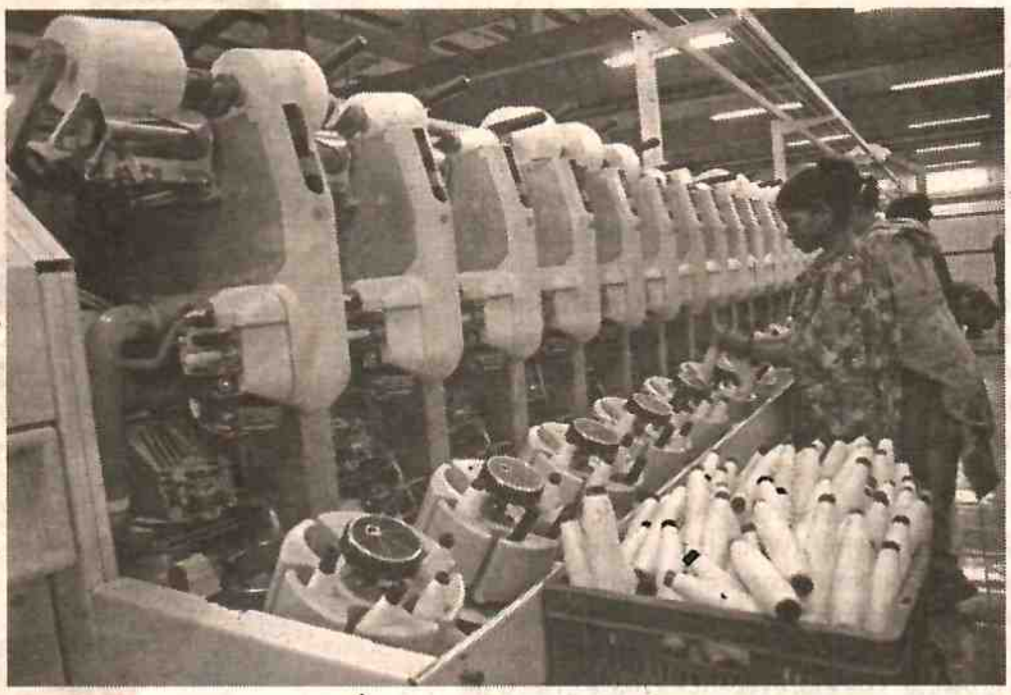

Workers at a textile factory in Dhaka —Agency Photo

The country's textile sector, the backbone of export economy and the foundation on which the garment industry stands, is facing an existential crisis. Nowhere is this more evident than in the country's spinning mills, where mounting losses, policy inertia and external pressures are pushing an entire industry to the brink. The Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) on Sunday issued a stark warning: unless the government takes effective decisions within the next 72 hours, domestic yarn and textile production could suffer irreversible damage.

This is not the language of routine lobbying. It is the alarm of an industry that has exhausted its buffers and is now fighting for survival.

According to industry leaders, the situation is no longer tolerable. Many mills have already shut down, while others are operating far below capacity. If current trends continue, they warn, the entire sector could collapse. Bangladesh currently has more than 500 spinning mills, yet a significant number are now being forced to sell yarn below production cost -- an unsustainable practice that guarantees losses rather than recovery.

At the heart of the crisis lies a deadly combination of rising production costs and distorted market competition. Energy prices, particularly gas, remain a critical burden. Textile entrepreneurs point out a glaring inconsistency in policy: when global gas prices rise, domestic tariffs are promptly increased; but when international prices fall to historic lows, local industries see no relief. For an energy-intensive sector such as spinning, this asymmetry is devastating.

The result is predictable. Mills bleed cash. Working capital dries up. Debt mounts. And confidence evaporates.

The problem is compounded by dumping practices, particularly yarn imports from India at prices that domestic producers simply cannot match. Industry insiders allege that Indian exporters are selling yarn in Bangladesh at around 30 cents less per unit than in their own domestic market. Such pricing, whether driven by subsidies, excess capacity or strategic market capture, has wreaked havoc on local production.

This is not merely a question of trade competition; it is a question of industrial sovereignty. Bangladesh has been here before. Industry leaders recall that in the past, when domestic textile mills collapsed, India suspended exports of cotton and yarn, exposing Bangladesh's dangerous dependence on imports.

To allow the same vulnerability to re-emerge would be a strategic failure. An import-dependent textile base is a contradiction in terms for a country whose global reputation rests on its garments industry. The spinning and textile sectors are not peripheral players; they are the supply chain's foundation. Undermine them, and the entire apparel ecosystem -- from small factories to multinational buyers -- becomes hostage to external shocks.

The scale of distress is visible in the numbers. Spinning mills are currently holding unsold yarn worth approximately Tk 120 billion. This idle inventory represents frozen capital, rising interest costs and shrinking liquidity. For many entrepreneurs, it is the final straw.

Yet this crisis is not inevitable. It is the outcome of policy choices -- and policy neglect.

Bangladesh's economic success over the past three decades has been built on a simple but powerful strategy: value addition at home. The textile sector allowed the country to move beyond basic assembly into integrated production, reducing lead times, stabilising costs and increasing competitiveness. To let this achievement unravel would be to reverse decades of progress.

The government's response so far has been cautious, even hesitant. But caution, at this moment, risks becoming complicity. What the sector requires is not sympathy, but decisive intervention.

First, energy pricing must be rationalised. Domestic gas tariffs for export-oriented and backward-linkage industries should reflect global market realities. If international prices fall, domestic industries should benefit. Without competitive energy costs, no spinning mill can survive -- regardless of efficiency or scale.

Second, dumping must be confronted head-on. Bangladesh has the legal and institutional tools to impose anti-dumping duties and safeguard measures under World Trade Organization rules. What has been missing is the political will to deploy them swiftly and credibly. Protecting domestic industry from unfair trade practices is not protectionism; it is responsible governance.

Third, targeted financial relief is essential. Temporary support mechanisms -- whether in the form of low-interest working capital loans, rescheduling of existing debt or tax relief -- could provide breathing space for mills struggling under unsold inventories and cash flow shortages. Without liquidity, even viable businesses collapse.

Fourth, policy coherence must replace fragmentation. The textile sector sits at the intersection of energy policy, trade policy, fiscal policy and industrial strategy. Treating these in isolation has produced the current crisis. A coordinated, whole-of-government approach is long overdue.

The closure of some factories is not a market correction driven by inefficiency, but a systemic failure caused by distorted inputs and unfair competition. Allowing mass closures under these conditions would destroy productive capacity that cannot be easily rebuilt.

The consequences would extend far beyond spinning mills. Garment manufacturers would face higher input costs and longer lead times. Employment would be lost -- not just in factories, but across logistics, transport and services. Export earnings would come under pressure. And Bangladesh's hard-earned reputation as a reliable sourcing destination would suffer.

There is also a political dimension. Industrial decline fuels social instability. Idle factories mean idle workers, rising loan defaults and growing resentment. At a time when the country is navigating political transition and economic uncertainty, allowing such a strategic sector to implode would be reckless.

The BTMA's 72-hour ultimatum should not be dismissed as exaggeration. It reflects the urgency felt on factory floors, in boardrooms and in bank offices across the country. Decisions delayed today will be closures tomorrow.

Saving the textile sector is not about favouring one industry over another. It is about safeguarding the structural integrity of Bangladesh's economy. It is about recognising that backward linkage industries are national assets, not disposable entities.

History will judge this moment. Either the government steps in with clarity, courage and speed -- or it presides over the slow dismantling of one of the country's most critical industrial pillars.

Bangladesh built its development story on textiles. Abandoning that foundation now would be an unforgivable mistake.

mirmostafiz@yahoo.com

polyester-cotton yarn and

The Financial Express
30 DEC 20..

Graduation may hit country's apparel exports hard: Study

FE REPORT

LDC graduation poses a significant threat, with Bangladeshi exporters likely to bear a large share of tariff costs, as they may need to absorb 40 per cent of post-graduation tariffs to remain competitive in the European Union, according to a recent study.

After Bangladesh's graduation from the LDC category and the end of the transition period in 2029, the country will lose duty-free market access in the EU. Apparel exports could face a 12-percent tariff under "EU safeguard measures," while major competitors like Vietnam are expected to retain duty-free access.

The study, conducted by RAPID (Research and Development Integration for Development), also found that the unit value of Bangladesh's top apparel exports is consistently lower than that of major competitors in the EU market. For the top ten apparel items, the average weighted price is about 36 per cent lower than that of China and Vietnam, according to the study titled "Assessing Tariff and Exchange Rate Pass-through in Bangladesh's Apparel Export Prices in the EU: LDC Graduation Implications for Bangladesh."

"Even Cambodia, another LDC, achieves a higher average price than Bangladesh," said Md Deen Islam, RAPID research director, while presenting the findings at a consultation event on Monday at the Department of Development Studies, Faculty of Social Sciences, Dhaka University.

RAPID Executive Director Dr M Abu Eusuf delivered the opening remarks, while Taiabur Rahman, dean of the faculty, national trade expert Md Munir Chowdhury, and BIDS senior research fellow Dr Badrun Nessa Ahmed, among others, spoke at the event.

Mr Islam noted that exporters are already operating on thin profit margins, leaving little room to absorb new tariff costs without significant financial strain. For every 10 per cent tariff imposed by the EU, Bangladeshi exporters will have to reduce pre-tariff prices by about 4.0 per cent to remain competitive.

The study also examined how exporters can adjust prices in response to exchange rate changes, highlighting that an appreciating taka has eroded competitiveness. Between 2012 and 2022, the taka strengthened significantly in real terms against the currencies of key rivals such as China, Vietnam, and Cambodia. This trend has progressively made Bangladeshi exports more expensive, adding pressure even before the tariff shock.

The woven sector is particularly vulnerable due to its heavy reliance on imported raw materials like fabrics. Mr Islam added that devaluation of the taka raises input costs, often offsetting potential benefits and limiting the ability to lower euro prices.

The study offered several recommendations, including intensifying diplomatic engagement with the EU to secure GSP Plus status and advocating for the removal or relaxation of safeguard clauses in the proposed new GSP regulation. It also suggested coordinating with other GSP beneficiary countries to lobby for favourable terms.

To address high import dependence in the woven sector, the study recommended strengthening backward linkages by incentivising domestic fabric production, dyeing, and finishing, attracting foreign partners with advanced technology, and offering targeted financing to firms that expand local sourcing.

Other recommendations included enhancing firm-level resilience and moving up the value chain by shifting from low-priced basics to higher-value apparel items and supporting investment in design, branding, and product development.

munni_fe@yahoo.com

Exporters seek exclusion of certain yarn types from duty-free facility

JASIM UDDIN

In a bid to safeguard local spinning mills, apparel exporters and spinners have agreed on a proposal to exclude certain types of yarn from the duty-free bonded-warehouse facility and will soon request the government to take necessary action in this regard, industry insiders said.

The move comes in response to concerns over the competitive disadvantage faced by Bangladeshi spinners, who are struggling with the influx of cheap yarn from India.

They will appeal to the government today to protect local spinning mills

Industry representatives noted that Indian spinners are offering yarn at prices up to 30 cents per kilogram lower than their production costs, largely due to state subsidies.

This, they argue, is distorting the local market and putting domestic manufacturers at a significant disadvantage.

Industry representatives further claimed that Bangladeshi apparel exporters are not benefiting from the lower yarn prices. Instead, the benefits are flowing to global apparel buyers due to open costing methods.

Meanwhile, local spinners are facing severe challenges due to a lack of orders, with many mills reportedly operating at just 50-60% of their production capacity.

In addition, domestic mills are said to have amassed yarn stockpiles valued at nearly Tk120 billion, further exacerbating the financial strain on the industry.

In a meeting on Wednesday last, leaders from the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), and the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) reviewed the overall industry situation and agreed to jointly appeal to the government on the proposal.

BTMA officials said a letter regarding the proposal would be submitted to the Commerce Adviser today (Tuesday). Copies will also be sent to the National Board of Revenue (NBR), urging the authorities to take necessary measures.

Meeting sources said the business leaders agreed to request the government to exclude certain categories of yarn from the bonded warehouse facility to protect local industries and create a level playing field for domestic and international spinners.

They mentioned that Bangladeshi apparel makers mainly import 30s single and 28s count yarn from India, considering the price advantages and buyers' nominations.

They believe that by excluding these types of yarn from the duty-free facility, buyers would be less likely to nominate imported yarn in place of locally produced yarn, providing a boost to local spinners.

If the government excludes these types of yarn from the duty-free facility, buyers would no longer be inclined to nominate imported yarn in place of locally produced yarn, they added.

BTMA officials said the BGMEA, BKMEA and BTMA leaders also agreed to establish a monitoring cell to oversee Proforma Invoice (PI) issues, honouring of progress payments, and yarn price-related matters. The monitoring cell will sit at least once every three months.

Speaking at an event on Sunday, BTMA President Showkat Aziz Russell said that yarn imports from India increased by 137 per cent in the last fiscal year. Indian traders have been dumping yarn in Bangladesh at prices 30 cents per kilogram lower than market rates. As a result, around 50 spinning mills in the country have shut down, involving investments of Tk 5-7 billion. Restarting these mills will be difficult, he added.

According to the BTMA president, Indian spinners export around 44 per cent of their total yarn output to Bangladesh.

"The price at which Indian traders are exporting yarn has led to nearly Tk 120 billion worth of yarn remaining unsold at domestic spinning mills," he said.

"We do not want yarn imports from India to be stopped. What we want is a reduction in the trade deficit. Increasing dependency would not be wise. If that happens, the backward linkage industries of the ready-made garment sector, and eventually the garment industry itself, will suffer significant damage," he said.

Talking to The Financial Express, former BTMA ... carded cotton yarn," he said.

Speaking to The Financial Express after the meeting, BKMEA President Mohammad Hatem said the associations had reached a consensus considering the interests of local spinning mills.

He also mentioned that nearly 50-60 per cent of BKMEA members are SMEs and are unable to use the bonded warehouse facility to import yarn duty-free.

"This exclusion will make them competitive with bonded-facility users during negotiations with buyers," he added.

He further said that although some entrepreneurs opposed the move, they agreed to make the request to the government in the greater national interest.

newsmanjasi@gamil.com

The Financial Express
30 DEC 2025

The move comes in response to concerns over the competitive disadvantage faced by Bangladeshi spinners, who are struggling with the influx of cheap yarn from India.

They will appeal to the government today to protect local spinning mills

Industry representatives noted that Indian spinners are offering yarn at prices up to 30 cents per kilogram lower than their production costs, largely due to state subsidies.

This, they argue, is distorting the local market and putting domestic manufacturers at a significant disadvantage.

Industry representatives further claimed that Bangladeshi apparel exporters are not benefiting from the lower yarn prices. Instead, the benefits are flowing to global apparel buyers due to open costing methods. Meanwhile, local spinners are facing

leaders from the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), and the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) reviewed the overall industry situation and agreed to jointly appeal to the government on the proposal.

BTMA officials said a letter regarding the proposal would be submitted to the Commerce Adviser today (Tuesday). Copies will also be sent to the National Board of Revenue (NBR), urging the authorities to take necessary measures.

Meeting sources said the business leaders agreed to request the government to exclude certain categories of yarn from the bonded warehouse facility to protect local industries and create a level playing field for domestic and international spinners.

They mentioned that Bangladeshi apparel makers mainly import 30s single and 28s count yarn from India, considering the price advantages and buyers' nominations.

They believe that by excluding these types of yarn from the duty-free facility, buyers would be less likely to nominate imported yarn in place of locally produced yarn, providing a boost to local spinners.

If the government excludes these types of yarn from the duty-free facility, buyers would no longer be inclined to nominate imported yarn in place of locally produced yarn, they added.

BTMA officials said the BGMEA, BKMEA and BTMA leaders also agreed to establish a monitoring cell to oversee Proforma Invoice (PI) issues, honouring of progress payments, and yarn price-related matters. The monitoring cell will sit at least once every three months.

Speaking at an event on Sunday, BTMA President Showkat Aziz Russell said that yarn imports from India increased by 137 per cent in the last fiscal year. Indian traders have been dumping yarn in Bangladesh at prices 30 cents per kilogram lower than market rates. As a result, around 50 spinning mills in the country have shut down, involving investments of Tk 5-7 billion. Restarting these mills will be difficult, he added.

According to the BTMA president, Indian spinners export around 44 per cent of their total yarn output to Bangladesh.

"The price at which Indian traders are exporting yarn has led to nearly Tk 120 billion worth of yarn remaining unsold at domestic spinning mills," he said.

"We do not want yarn imports from India to be stopped. What we want is a reduction in the trade deficit. Increasing dependency would not be wise. If that happens, the backward linkage industries of the ready-made garment sector, and eventually the garment industry itself, will suffer significant damage," he said.

Talking to The Financial Express, former BTMA director Razib Haider Munna said that by using imported yarn, Bangladesh would not be able to maintain double-stage value addition, which will become mandatory after graduation from the least developed country (LDC) status.

"Considering this, we have requested the government to exclude those types of yarn that Bangladesh has the capacity to produce fully -- 100 per cent cotton yarn, polyester-cotton yarn and carded cotton yarn," he said.

Speaking to The Financial Express after the meeting, BKMEA President Mohammad Hatem said the associations had reached a consensus considering the interests of local spinning mills.

He also mentioned that nearly 50-60 per cent of BKMEA members are SMEs and are unable to use the bonded warehouse facility to import yarn duty-free.

"This exclusion will make them competitive with bonded-facility users during negotiations with buyers," he added.

He further said that although some entrepreneurs opposed the move, they agreed to make the request to the government in the greater national interest.

newsmanjasi@gamil.com

The Financial Express
3 0 DEC 2025

Commerce Secretary Mahbubur Rahman speaks at a press conference on Monday on the month-long 30th Dhaka International Trade Fair-2026 beginning at the Bangladesh-China Friendship Exhibition Centre in Purbachal on January 1. — PID

Dhaka International Trade Fair kicks off on Jan 1

FE REPORT

The month-long 30th Dhaka International Trade Fair (DITF) 2026 will kick off at the Bangladesh-China Friendship Exhibition Centre in Purbachal on January 1 next year.

Commerce Secretary Mahbubur Rahman disclosed it at a press briefing held at the Bangladesh-China Friendship Exhibition Centre in Purbachal on Monday.

He said that Chief Adviser Professor Muhammad Yunus is expected to inaugurate the fair. The fair will feature 324 pavilions and stalls, showcasing a wide range of products, including textiles, machinery, carpets, cosmetics, electronics, furniture, handicrafts, and food items, said the commerce secretary.

He said that special zones have been created for women entrepreneurs, persons with disabilities, and cottage industries, alongside dedicated sections for electronics and furniture. He further said that online e-ticketing and on-site ticket purchase with QR code scanning will be available to improve visitor access.

About transportation, the commerce secretary said that dedicated BRTC shuttle buses and discounted Páthao rides will operate from major locations, including Kuril, Farmgate, Narayanganj, and Narsingdi.

Ticket prices for adults are Tk 50 each and Tk 25 for children under 12, with free entry for freedom fighters, persons with disabilities, and July 2024 uprising victims upon presentation of ID cards.

The Export Promotion Bureau (EPB) sources said that the fair will also feature themed attractions such as Bangladesh Square, commemorating the Language Movement of 1952, the Liberation War, and the July 2024 movement.

Security arrangements include deployment of police, RAB, armed forces, private security, CCTV monitoring, and a standby fire brigade, he said, adding that health and hygiene measures include medical facilities, separate toilets for men and women, and over 200 sanitation staff. He pointed out that visitors will also have access to cafeterias, restaurants, and extensive parking.

The EPB said that this is the fifth consecutive year the fair is being held in Purbachal. The event aims to promote domestic products, boost exports, and create employment opportunities. The fair will remain open daily from 9:55 am to 9:50 pm, extending to 10:00 pm on weekends.

talhabinhabib@yahoo.com

The Business Standard

30 DEC 2025

Bangladeshi apparel exporters have to absorb 40% of EU tariff cost after 2029: Study

APPAREL - BANGLADESH

TBS REPORT

Bangladesh's apparel exporters may have to absorb up to 40% of European Union tariff costs after 2029, following the country's LDC graduation, by lowering product prices to stay competitive, a new study finds.

The study, conducted by the Research and Development Integration for Development (RAPID), also revealed that the average weighted price of Bangladesh's top ten apparel items is around 36% lower than those of China and Vietnam. Bangladeshi apparel prices are also lower than those of India and Cambodia.

The findings were presented yesterday by Md Deen Islam, research director of RAPID, at a programme held at the University of Dhaka titled "Assessing Tariff and Exchange Rate Pass-through in Bangladesh's Apparel Export Prices in the EU: LDC Graduation Implications for Bangladesh."

The study did not specify which categories of apparel exporters would be most affected, nor did it indicate which products would require larger or smaller price reductions.

Speaking to The Business Standard after the programme, Deen Islam said, "If new tariffs are imposed in line with market demand, exporters will have to absorb up to 40% of the price impact to remain competitive; otherwise, they risk losing market share – despite already operating on very thin profit margins."

He added that the remaining 60% of tariff pressure would be passed on to product prices, meaning prices would ultimately have to rise.

Bangladesh will graduate from least developed country status in 2026. Duty-free export benefits to the EU market will continue until 2029. After that, under the EU's current policy framework, Bangladesh will have limited scope to avoid additional tariffs, which could reach around 12%.

If no free trade agreement (FTA) or other trade arrangement is concluded with the EU within this period, and existing policies remain unchanged, Bangladesh may face increased tariff burdens in the European market after 2029.

According to the study, Bangladesh's apparel prices are on average 36% lower than those of China and Vietnam for similar products, approximately 25% lower than India, and about 15% lower than Cambodia. Around half of Bangladesh's total exports are destined for the EU market.

The study also found that the woven apparel sector is more vulnerable due to its heavy reliance on imported raw materials, particularly fabrics.

Munir Chowdhury, National Trade Expert of the Bangladesh Regional Connectivity Project-1 under the Ministry of Commerce, said, "Non-tariff barriers can sometimes have an even greater impact than tariffs, and we need to be prepared for this."

He added that issues such as human rights, labour standards, Environmental, Social, and Governance (ESG) compliance, and other emerging requirements may increasingly affect the sustainability of Bangladesh's export market.

Munir Chowdhury also emphasised the importance of preparing for FTAs and stressed the need to develop skilled trade negotiation experts.

RAPID recommended strengthening diplomatic engagement, building domestic resilience through stronger backward linkages, providing direct support to firm-level viability, and executing a strategic shift up the value chain to retain competitiveness in the market after Bangladesh's LDC graduation.

সমকাল

30 DEC 2025

ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানিতে অশুল্ক বাধা দূর করতে হবে

সমকাল প্রতিবেদক

এলডিসি থেকে উত্তরণ নিয়ে র‍্যাপিডের আলোচনায় অভিমত

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) কাতার থেকে উত্তরণের পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে বাংলাদেশ। ২০২৯ সালের পর দেশের রপ্তানিকারকদের পণ্য মূল্য কমানোর মাধ্যমে বাড়তি শুল্ক ব্যয়ের ৪০ শতাংশ নিজেদেরই বহন করতে হতে পারে। উত্তরণ-পরবর্তী রূপান্তরকালীন সময় শেষ হলে বাংলাদেশ ইইউতে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা হারাবে। তখন বাংলাদেশের পণ্যের ওপর প্রায় ১২ শতাংশ শুল্ক আরোপ হতে পারে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। গতকাল সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় র‍্যাপিডের গবেষণা পরিচালক ড. মো. দ্বীন ইসলাম 'ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি মূল্যে শুল্ক এবং বিনিময় হারের প্রভাব মূল্যায়ন: বাংলাদেশের জন্য এলডিসি উত্তরণের প্রভাব' শীর্ষক প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন র‍্যাপিডের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. এম আবু ইউসুফ।

ড. মো. দ্বীন ইসলাম বলেন, রপ্তানিকারকরা বর্তমানে সামান্য মুনাফায় ব্যবসা করছেন। ফলে নতুন শুল্কের বোঝা বহন করা তাদের জন্য বড় ধরনের আর্থিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন যদি ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে তাহলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের শুল্ক-পূর্ববর্তী মূল্য প্রায় ৪ শতাংশ কমাতে হবে।

প্রতিবেদনে ইউরোপীয় ইউনিয়নে জিএসপি প্লাস সুবিধা-নিশ্চিত করতে এবং প্রস্তাবিত নতুন জিএসপি বিধিনিষেধ থেকে সুরক্ষামূলক ধারা শিথিল করার পক্ষে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করার সুপারিশ করা হয়।

প্যানেল আলোচনায় বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. বদরুন্নেসা আহমেদ বলেন, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শুল্কের চেয়ে অশুল্ক বাধার ইস্যুটিতে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। অশুল্ক বাধার মধ্যে কমপ্লায়েন্স শর্ত পরিপালন, পরিবেশসম্মত উৎপাদন কাঠামো, শ্রম অধিকার ও মানবাধিকারের মতো বিষয় রয়েছে। উদ্ভাবন, অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ও পণ্য ও বাজার বৈচিত্র্যের পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, কম দামের পণ্য থেকে উচ্চ মূল্যের পণ্য উৎপাদনে কাঠামোগত রূপান্তর বেশি প্রয়োজন। জিএসপি প্লাস সুবিধা নিয়ে খুব বেশি লাভবান হওয়া যাবে না। এ রকম সুবিধা-নির্ভরতায় রপ্তানি উন্নয়নে টেকসই পথ খুলবে না।

বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউটের (বিআইএফটিএ) গবেষণা ব্যবস্থাপক হারুনুর রশীদ বলেন, জিএসপি প্লাস সুবিধাকেও গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ ইইউতে রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎস বিধির যে শর্ত, তা পরিপালনে পণ্য তৈরিতে কাঁচামাল আমদানির সুবিধা নিতে হবে। একই সঙ্গে রপ্তানি খাতের জন্য শক্তিশালী পশ্চাৎসংযোগ শিল্প গড়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেকটিভিটি প্রজেক্টের (বিআরসিপি) বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ মুনির চৌধুরী বলেন, অশুল্ক বাধার ব্যয় শুল্ক বাধার চেয়ে বেশি। এ প্রসঙ্গে লিড টাইমের কথা উল্লেখ করেন তিনি। চট্টগ্রাম বন্দরের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, বন্দরের কারণে রপ্তানি প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় লাগে। এলডিসিসির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রপ্তানি বাজার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সব দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) করার বিষয়ে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। উত্তরণের পর সরাসরি নগদ সহায়তা বন্ধ হলেও প্রশিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়ন, শিক্ষা ও গবেষণায় এ ধরনের সহায়তা দিতে কোনো বাধা নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এ বি এম ওমর ফারুক বলেন, রাষ্ট্রীয় সুশাসন, শ্রমিক অধিকারের বিষয়গুলোও সম্পর্কিত বিষয়। উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়েও গুরুত্ব দেন তিনি।

ট্যারিফ কমিশনের যুগ্ম প্রধান মামুন-অর-রশিদ আসকারী বলেন, এলডিসি থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সম্ভাব্য সব বিকল্প পথ খুঁজতে হবে। এর মধ্যে নিজস্ব ট্রেডমার্ক পণ্য উৎপাদনের কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবা যায়। এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন বাজারে রপ্তানি বাড়াতে সহায়ক হবে।

সমকাল

30 DEC 2025

সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্য সচিব

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ

সমকাল প্রতিবেদক

- ১ জানুয়ারি পূর্বাচলে মাসব্যাপী মেলার উদ্বোধন করবেন প্রধান উপদেষ্টা
- টিকিটের দাম ৫০ টাকা, ছোটদের জন্য ২৫ টাকা
- অনলাইনে টিকিট কিনে কিউআর কোড স্ক্যান করে প্রবেশ করা যাবে

এবারের ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় খাবার পানির বোতল ছাড়া একবার ব্যবহার্য সব ধরনের প্লাস্টিক ও পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান। তিনি বলেছেন, মেলায় অংশ নেওয়া যেসব প্রতিষ্ঠান নিজেদের ব্যবহারে জন্য পলিথিন ব্যবহার করবে, তারা সেরা প্যাভিলিয়ন বা স্টলের পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে না।

ত্রিশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে গতকাল সোমবার সংবাদ সম্মেলন করে তিনি এ কথা বলেন। পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। যেখানে আগামী ১ জানুয়ারি শুরু হবে মাসব্যাপী বাণিজ্য মেলা। সেদিন সকাল ১০টায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস মেলার উদ্বোধন করবেন।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান হাসান আরিফ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) আব্দুর রহিম খান এবং ইপিবির মহাপরিচালক বেবি রাণী কর্মকার।

বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, এ বছরে উল্লেখ করার মতো একটি বিশেষ বিষয় হচ্ছে যে, এবারের মেলায় পলিথিন ব্যাগ ও সিঙ্গেল ইউজড প্লাস্টিক সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিকল্প হিসেবে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ব্যাগ কম দামে সরবরাহ করা হবে। পানি মানুষ কিনে খায়, এখনও কাঁচের বোতলে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। আগামী বছর থেকে ডিস্পেন্সার দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। এ বছর সে ব্যবস্থাপনা করতে না পারায় পানির বোতল ব্যবহার করা যাবে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, মেলায় বিদেশি উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের সুবিধার্থে থাকবে ইলেকট্রনিক্স ও ফার্নিচার জোন। জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে সিটিং কর্নার। শিশুদের নির্মল চিত্তবিনোদনের জন্য মেলায় থাকছে দুটি শিশু কর্নার। পণ্য প্রসার ও বিপণনের জন্য মেলায় থাকবে উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। নারী, প্রতিবন্ধী কুটির, তাঁত, বস্ত্র ও হস্তশিল্পের উদ্যোক্তাদের সংরক্ষিত স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। মেলায় দেশীয় বস্ত্র, মেশিনারিজ, কার্পেট, কসমেটিকস, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস, ফার্নিচার, পাট ও পাটজাত পণ্য, গৃহসামগ্রী, চামড়াজাত পণ্য, স্যানিটারিওয়্যার, খেলনা, স্টেশনারি, ক্রোকারিজ, প্লাস্টিক, মেলামাইন, হস্তশিল্পজাত পণ্য ইত্যাদি প্রদর্শন করা হবে।

স্টল-প্যাভিলিয়ন কমানো হয়েছে

এবার বিভিন্ন ক্যাটেগরির ৩২৪টি প্যাভিলিয়ন ও স্টল দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ভারত, তুরস্ক, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, হংকং ও মালয়েশিয়ার মোট ১১টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। গত বছরের মেলায় মোট ৩৪৩টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

এবারের মেলায় স্টল-প্যাভিলিয়ন কমার কারণ জানতে চাইলে ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান হাসান আরিফ বলেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী এটি করা হয়েছে। গতবারের অভিজ্ঞতার আলোকে একটু আরও সুন্দর আয়োজনের জন্য এ ব্যবস্থা। দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধায় পর্যাপ্ত জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য। এমন না যে, গতবারের তুলনায় এবার কম সাড়া পাওয়া গেছে। পরিকল্পনাই ছিল এবার ৩২৪টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হবে।

টিকিটের দাম

মেলার টিকিটের দাম জনপ্রতি ৫০ টাকা এবং শিশুদের (১২ বছরের নিচে) ক্ষেত্রে ২৫ টাকা। মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও জুলাই আন্দোলনে আহতরা তাদের কার্ড প্রদর্শন করে বিনা মূল্যে মেলায় প্রবেশ করতে পারবেন। মাসব্যাপী মেলাটি সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে। আর সাপ্তাহিক ছুটির দিনে রাত ১০টা পর্যন্ত চলবে। স্পট টিকিট কেনার পাশাপাশি অনলাইনে টিকিট কিনে কিউআর কোড স্ক্যান করে মেলায় প্রবেশ করা যাবে।

যাতায়াতের সুবিধা

ক্রেতা-দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসির ডেডিকেটেড বাস সার্ভিসের পাশাপাশি যুক্ত হচ্ছে রেয়াতি মূল্যে 'পাঠাও' সার্ভিস। মেলায় সাধারণ দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে কুড়িল বিশ্বরোড, ফার্মগেট (খেজুরবাগান বা খামারবাড়ি), নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী থেকে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বাণিজ্য মেলার উদ্দেশ্যে বিআরটিসির ২০০টির বেশি শাটল বাস চলবে।

প্রথম আলো
3 0 DEC 2025

রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি বেশি কুমিল্লায়, কম ঢাকায়

দেশের ৯ ইপিজেড

রপ্তানি আয়ের দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে চট্টগ্রাম। গত বছর ২৩৭ কোটি ৫৭ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল চট্টগ্রাম ইপিজেড থেকে।

- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৯ ইপিজেড থেকে মোট রপ্তানি ৮২২ কোটি ৩২ লাখ ডলারের।
- ইপিজেডগুলো থেকে ১২০টি দেশে পণ্য রপ্তানি হয়েছে।
- সবচেয়ে বেশি ২৬.৬৯% রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে কুমিল্লা ইপিজেড থেকে।
- রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সবচেয়ে কম ঢাকা ইপিজেডে, ৫.৫%।

শফিকুল ইসলাম, *ঢাকা*

দেশে বর্তমানে মোট ৯টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (ইপিজেড) উৎপাদনে রয়েছে। এর মধ্যে গত এক বছরে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে কুমিল্লা ইপিজেড থেকে। আর সবচেয়ে কম রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ঢাকা ইপিজেডের কারখানাগুলো থেকে। সার্বিকভাবে গত এক অর্থবছরে ইপিজেডগুলো থেকে রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ১৬ শতাংশ।

অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত সর্বশেষ অর্থনৈতিক সমীক্ষায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। এতে দেখা যায়, প্রবৃদ্ধিতে কুমিল্লা এগিয়ে থাকলেও রপ্তানি আয়ের দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে চট্টগ্রাম। সর্বশেষ গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৩৭ কোটি ৫৭ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে চট্টগ্রাম ইপিজেড থেকে। সব মিলিয়ে গত অর্থবছরে দেশের ইপিজেডগুলো থেকে ১২০টি দেশে পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এটি ওই অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানির প্রায় ১৭ শতাংশ।

দেশের ইপিজেডগুলো তত্ত্বাবধান করে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)। বেপজার অধীন বর্তমানে চট্টগ্রাম, ঢাকা, মোংলা, কুমিল্লা, পাবনার ঈশ্বরদী, নীলফামারীর উত্তরা, নারায়ণগঞ্জের আদমজী ও চট্টগ্রামের কর্ণফুলী—আটটি ইপিজেড রয়েছে। চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে অবস্থিত বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলেও (ইজেড) স্বল্প পরিসরে উৎপাদন কাজ শুরু হয়েছে।

কুমিল্লায় প্রবৃদ্ধি বেশি কেন

গত অর্থবছরে কুমিল্লা, আদমজী, কর্ণফুলী, মোংলা—এই চার ইপিজেড থেকে বেশি রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। অন্যদিকে ঢাকা ইপিজেডসহ কয়েকটি পুরোনো ইপিজেডে এ সময়ে রপ্তানি আয় তুলনামূলক কম বেড়েছে।

রপ্তানির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ৯টি ইপিজেড ও ইজেডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রায় ২৭ শতাংশ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে কুমিল্লা ইপিজেড থেকে। এই ইপিজেডে ৪৮টি কারখানা রয়েছে। এসব কারখানা থেকে গত অর্থবছরে ৯০ কোটি ১২ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর আগের অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭১ কোটি ১৩ লাখ ডলারের।

বেপজার কর্মকর্তারা জানান, গত বছর কুমিল্লায় ইপিজেডের প্রতিষ্ঠান ব্যান্ডিক্স ক্যাজুয়াল ওয়্যার (বাংলাদেশ), সুর্তি টেক্সটাইল (বিডি), কাদেনা স্পোর্টসওয়্যার, ইষ্টপোর্টসহ কয়েকটি কারখানা অনেক বেশি ক্রয়াদেশ পেয়েছিল, যার প্রভাব পড়েছে কুমিল্লা ইপিজেডের সার্বিক রপ্তানিতে।

অন্যদিকে গত অর্থবছরে সবচেয়ে কম রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ঢাকা ইপিজেড থেকে, মাত্র সাড়ে ৫ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ঢাকা ইপিজেড থেকে মোট ১৭৮ কোটি ৪৪ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। এর আগের অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছিল ১৬৯ কোটি ১২ লাখ ডলারের পণ্য। আর ২০২১-২২ বছরে ঢাকা ইপিজেড থেকে রপ্তানি হয়েছিল ২১২ কোটি ২৮ লাখ ডলারের পণ্য।

বেপজার কর্মকর্তারা জানান, ঢাকা ইপিজেডে বেশ কয়েকটি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে অন্যতম বড় রপ্তানিকারক সাউথ চায়না গ্রুপের চারটি প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে। এ ছাড়া লেনি অ্যাপারেলস ও লেনি ফ্যাশনসের কারখানা বন্ধ। আর একসময়কার বড় রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান রিংসাইন টেক্সটাইলের উৎপাদন চলছে এখন ধুঁকে ধুঁকে। এসব কারণে ঢাকা ইপিজেড থেকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

বিনিয়োগ বাড়ছে বেপজা ইজেডে

বেপজা কর্মকর্তারা জানান, চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে অবস্থিত বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলটি নিয়ে বিনিয়োগকারীদের বাড়তি আগ্রহ রয়েছে। ইতিমধ্যে সেখানে ছয়টির বেশি কারখানায় উৎপাদন শুরু হয়েছে। কারখানা স্থাপনে চুক্তি করেছে অর্ধশতাধিক প্রতিষ্ঠান। আবার মোংলা বন্দরকে ঘিরে মোংলা ইপিজেডেও বিনিয়োগ বাড়ছে বলে জানান কর্মকর্তারা। এ ছাড়া যশোর ও পটুয়াখালীতে দুটি ইপিজেডের নির্মাণকাজ চলছে। আগামী বছর ইপিজেড দুটিতে জমি বরাদ্দ দেওয়া শুরু হতে পারে।

সার্বিক রপ্তানি বেড়েছে

অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্যে দেখা যায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইপিজেডগুলো থেকে ৮২২ কোটি ৩২ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর আগের অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭০৭ কোটি ৫১ লাখ ডলার। অর্থাৎ এক বছরে রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ১৬ শতাংশ।

অবশ্য গত ৯ বছরের মধ্যে ইপিজেড থেকে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়েছিল ২০২১-২২ অর্থবছরে। ওই বছর ৮৬৫ কোটি ৫৮ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। এরপর দুই বছর ধারাবাহিকভাবে রপ্তানি কমার পরে গত অর্থবছরে আবার তা বেড়েছে।

এদিকে গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়। ওই সময় দেশের তৈরি পোশাক, ওষুধসহ বেশ কিছু কারখানায় অস্থিরতা দেখা যায়। তবে এসবের প্রভাব ইপিজেডভুক্ত কারখানার ওপরে পড়েনি বলে জানিয়েছেন বেপজা কর্মকর্তারা।

জানতে চাইলে বেপজার নির্বাহী পরিচালক (জনসংযোগ) আনোয়ার পারভেজ বলেন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী ও ক্রেতারা ইপিজেডভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিরাপদ এলাকা হিসেবে বিবেচনা করেন। এ কারণে ক্রেতারা ইপিজেডভুক্ত কারখানাগুলোতে ক্রয়াদেশ কমাননি, বরং ক্ষেত্রবিশেষে বেশি ক্রয়াদেশ দিয়েছেন। ফলে গত বছরের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতেও এর একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

প্রথম আলো

3 0 DEC 2025

ইইউতে ১২% শুল্ক বাড়বে পোশাক রপ্তানিতে

এলডিসি উত্তরণের প্রভাব

এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী ইউরোপের বাজারে পোশাক খাত নিয়ে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা র‍্যাপিড আয়োজিত সেমিনারে এই তথ্য তুলে ধরা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আগামী ২০২৯ সালের পর দেশের তৈরি পোশাক খাত ইউরোপের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার হারাবে। এলডিসি উত্তরণ এবং ইবিএ (এভরিথিং বাট আর্মস) চুক্তির মেয়াদ শেষে ১২ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক দিতে হবে ইইউতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে। ফলে তৈরি পোশাক খাতের সিংহভাগ রপ্তানির এ গন্তব্যে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে পারে বাংলাদেশ। কারণ, বাংলাদেশের শুল্ক বাড়লেও প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে কোনো ধরনের শুল্ক দিতে হবে না। তাই দ্রুত ইউরোপের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে চুক্তির পরামর্শ দিয়েছেন খাতসংশ্লিষ্টরা।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) পক্ষ থেকে গতকাল সোমবার আয়োজিত এক সেমিনারে এ পরামর্শ দেওয়া হয়। এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী ইউরোপের বাজারে পোশাক খাতের অবস্থা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থাটির গবেষণা পরিচালক মো. দীন ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন র‍্যাপিডের নির্বাহী পরিচালক এম আবু ইউসুফ।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, ইউরোপের বাজারে ১০ শতাংশ শুল্কারোপ করা হলে প্রতিযোগিতায় টিকতে ৪ শতাংশ পর্যন্ত পোশাকের মূল্য কমাতে হবে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের। বাংলাদেশ প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় কম দামি পোশাক রপ্তানি করায় এই দাম কমানো কঠিন হবে। ইউরোপের বাজারে ট্রাউজার ও টি-শার্টসহ প্রধান ১০টি রপ্তানি পণ্যের দাম চীন ও ভিয়েতনামের পণ্যের চেয়ে ৩৬ শতাংশ কম। এমনকি কম্বোডিয়াও বাংলাদেশের চেয়ে দামি পণ্য রপ্তানি করে থাকে।

মূল প্রবন্ধে আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় নিয়ে বলা হয়, আমদানিনির্ভর হওয়ায় ওভেন পোশাক সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। তাই বাজার সুবিধা নিশ্চিত করতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করা এবং দেশীয় কাঁচামালের ওপর নির্ভরতা তৈরি করতে সংযোগ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। নগদ অর্থসহায়তার সুযোগ না থাকলেও লজিস্টিক ব্যয় কমিয়ে সহায়তা অব্যাহত রাখার কথা বলা হয় প্রবন্ধে।

সেমিনারে অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক তাইবুর রহমান বলেন, পোশাক খাতে সুতার মতো কাঁচামালের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কাজ করার সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশের। চামড়া খাতেও দেখা যাচ্ছে নিজস্ব অনেক চামড়া থাকার পরও জুতা বানাতে চামড়া আমদানি করতে হচ্ছে। তাই নিজেদের কাঁচামালের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বাণিজ্যবিশেষজ্ঞ মো. মুনির চৌধুরী বলেন, রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্কের চেয়ে অনেক সময় অশুল্ক বাধাও বড় হতে পারে। তাই গবেষণায় ভর্তুকি অব্যাহত রাখা যায়। দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। আর মুক্তবাণিজ্য চুক্তি করতে আমাদের দক্ষ নেগোশিয়েটর দরকার। এ জন্য আলাদা উইং করতে হবে, পুল তৈরি করতে হবে।

ইউরোপের বাজারে উন্নত কর্মপরিবেশ একটি ইস্যু হবে বলে মনে করছেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো বদরুন্নেসা আহমেদ। তিনি বলেন, সামনে আরও ৪ থেকে ৫ বছর সময় আছে, তাই দক্ষতা বৃদ্ধি করে দামি পণ্য তৈরির দিকে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাওয়া।

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের কর্মকর্তা মো. মশিউল আলম বলেন, ভবিষ্যতে ২৫ শতাংশের বেশি কার্বন কর আসতে পারে। তাই সেভাবে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

নিট পোশাকে ৭ থেকে ৮ শতাংশ শুল্ক বাড়তে পারে জানিয়ে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউটের গবেষণা ব্যবস্থাপক হারুনুর রশিদ বলেন, তখন প্রতিযোগিতার কারণে পণ্যের দাম কমাতে হবে। তাই মুদ্রার অবমূল্যায়ন করতে হবে। আর ন্যূনতম ৫০ শতাংশ মূল্য সংযোজন করতে হবে।

আজকের পত্রিকা

30 DEC 2025

মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরু ১ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আগামী ১ জানুয়ারি থেকে রাজধানীর অদূরে পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে শুরু হচ্ছে ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৬। প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস মেলার শুভ উদ্বোধন করবেন। জানুয়ারি মাসব্যাপী চলবে এই মেলা, যা প্রতিদিন সকাল ৯টা ৫৫ মিনিট থেকে রাত ৯টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত খোলা থাকবে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে মেলা রাত ১০টা পর্যন্ত চলবে। দেশের শিল্প ও রপ্তানি খাতের সম্ভাবনা তুলে ধরার অন্যতম বড় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পরিচিত এই মেলা। ১৯৯৫ সাল থেকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে প্রতিবছর মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

গতকাল সোমবার বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান হাসান আরিফ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) আব্দুর রহিম খান ও ইপিবির মহাপরিচালক বেবি রাণী কর্মকার।

সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান জানান, এবারের মেলায় অনলাইনের মাধ্যমে স্টল ও প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। দর্শনার্থীরা অনলাইনে বা অন-স্পট টিকিট কিনে কিউআর কোড স্ক্যানের মাধ্যমে মেলায় প্রবেশ করতে পারবেন। যাতায়াত সহজ করতে বিআরটিসির ডেডিকেটেড শাটল বাস এবং কনসেশনাল রেটে 'পাঠাও' সার্ভিস চালু থাকবে। কুড়িল বিশ্বরোড, ফার্মগেট, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী থেকে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ২০০টির বেশি শাটল বাস চলবে।

মেলায় 'এক্সপোর্ট এনক্লেভ' নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে রপ্তানি খাতের সক্ষমতা তুলে ধরা হবে। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে শহীদ ও আহতদের স্মরণে 'বাংলাদেশ স্কয়ার' থাকবে। বিদেশি উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা ইলেকট্রনিকস ও ফার্নিচার জোন, সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য সিটিং কর্নার, শিশুদের জন্য দুটি শিশু পার্ক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত কালচারাল সেন্টার রাখা হয়েছে।

নারী, প্রতিবন্ধী, কুটির, তাঁত, বস্ত্র ও হস্তশিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষিত স্টল বরাদ্দ রয়েছে। এবারে পলিথিন ব্যাগ ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; পরিবেশবান্ধব পাট ও বস্ত্রের ব্যাগ সরবরাহ করা হবে।

পঞ্চমবারের মতো পূর্বাচলে আয়োজিত এই মেলায় দেশি-বিদেশি মিলিয়ে ৩২৪টি প্যাভিলিয়ন, স্টল ও রেস্টুরেন্ট থাকবে। দেশীয় বস্ত্র, মেশিনারিজ, ইলেকট্রনিকস, ফার্নিচার, পাটজাত পণ্য, চামড়া ও জুতা, খেলনা, প্রসেসড ফুড, হস্তশিল্প, হোম ডেকরসহ নানা ধরনের পণ্য প্রদর্শিত হবে।

প্রবেশ টিকিট প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ৫০ টাকা, ১২ বছরের নিচে শিশুদের জন্য ২৫ টাকা। মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও জুলাই আন্দোলনে আহতরা কার্ড প্রদর্শন সাপেক্ষে বিনা মূল্যে প্রবেশ করতে পারবেন।

ইপিবির সংবাদ সম্মেলন

- থাকবে দেশি-বিদেশি ৩২৪টি প্যাভিলিয়ন।
- পলিথিন ব্যাগ ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
- টিকিটের মূল্য প্রাপ্তবয়স্ক ৫০ ও শিশুদের ২৫ টাকা।
- মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও জুলাই আন্দোলনে আহতদের বিনা মূল্যে প্রবেশ।

মানব জমিন

3 0 DEC 2025

বাণিজ্যমেলা শুরু ১লা জানুয়ারি

অর্থনৈতিক রিপোর্টার: আগামী ১লা জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা-২০২৬। রাজধানীর পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিগ ওয়েভ) এ মেলা চলবে ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত। সোমবার পূর্বাচলের বিগ ওয়েভে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মেলার সার্বিক প্রস্তুতি ও আয়োজনসংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরেন বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান হাসান আরিফ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) আব্দুর রহিম খান এবং ইপিবি'র মহাপরিচালক বেবি রানী কর্মকার। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আগামী ১লা জানুয়ারি সকাল ১০টায় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস এ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলার উদ্বোধন করবেন।

এবারের মেলায় রপ্তানিমুখী শিল্পকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে মেলায় 'এক্সপোর্ট এনক্লেভ' স্থাপন করা হয়েছে। এখানে তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্যের প্রদর্শন থাকবে। পাশাপাশি বিদেশি ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের জন্য আলাদা সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণে হল-এ, হল-বি ও হল-সি--এই তিনটি প্রধান হলসহ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে স্টল ও প্যাভিলিয়ন স্থাপন করা হয়েছে। ডকুমেন্ট অনুযায়ী মেলায় সাধারণ স্টল, প্যাভিলিয়ন, মিনি প্যাভিলিয়ন ও ফুড প্যাভিলিয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প ও পণ্যের প্রদর্শন হবে।

মেলায় তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হালকা প্রকৌশল, প্লাস্টিক, ফার্নিচার, সিরামিক, কসমেটিকস, হস্তশিল্প, কৃষিপণ্য, খাদ্যপণ্য, আইটি ও ইলেকট্রনিকসহ দেশীয় শিল্পের নানা পণ্য প্রদর্শিত হবে। ক্রেতা-দর্শনার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত পার্কিং সুবিধা রাখা হয়েছে। গণপরিবহন ব্যবহারকারীদের জন্য নির্ধারিত স্থানে বাস পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া নারী, শিশু ও বয়স্ক দর্শনার্থীদের জন্য আলাদা সুবিধা, মেডিকেল সেবা, বিশ্রামাগার ও খাবারের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। নিরাপত্তার বিষয়ে জানানো হয়, মেলা প্রাঙ্গণে পর্যাপ্ত পুলিশ, র‍্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকবে। সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারি করা হবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

বণিক বার্তা
30 DEC 2025

চলতি বছরের মে মাসে মণিপুরি শাড়িকে বাংলাদেশের ৫৬তম জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তবে প্রান্তিক তাঁতিদের মূলধন সংকট, বাজার ব্যবস্থার জটিলতা ও মণিপুরি 'মইরাং' নকশায় মেশিনে উৎপাদিত নকল পণ্যের ছড়াছড়িতে সংকটে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী এ তাঁত শিল্প

ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

জিআই পণ্যের স্বীকৃতি পেলেও নানা সংকটে মণিপুরি তাঁত শিল্প

আহমদ আফরোজ ■ মৌলভীবাজার

জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও মণিপুরি তাঁত শিল্প নানা সংকটে জর্জরিত। প্রান্তিক তাঁতিদের মূলধন সংকট, বাজার ব্যবস্থার জটিলতা ও মণিপুরি 'মইরাং' নকশায় মেশিনে উৎপাদিত নকল পণ্যের ছড়াছড়িতে সংকটে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী এ শিল্প। কয়েক দফা হাতবদল হওয়ায় অধিক দামে ভোক্তারা পণ্য কিনলেও উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃত মূল্য না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁতিদের। তবে তাঁত বোর্ডের স্থানীয় বেসিক সেন্টারের দাবি, তাঁতিদের মূলধন সরবরাহ, বাজার ব্যবস্থাপনা, পণ্যের আধুনিকায়নসহ সব সমস্যা চিহ্নিত করে একটি সম্ভাবনাময় পণ্য হিসেবে মণিপুরি তাঁত শিল্পকে এগিয়ে নিতে কাজ করছে তারা।

খাতসংশ্লিষ্টরা জানান, নকলের ভিড়ে বাজারে মার খাচ্ছে জিআই স্বীকৃতি পাওয়া মনিপুরী তাঁতপণ্য। মণিপুরি তাঁতের শাড়ি নামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে মেশিনে তৈরি নকল পণ্য। উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় সেই শাড়ি বাজারে কম দামে বিক্রি হচ্ছে। এজন্য মণিপুরি আসল তাঁত শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, শিল্পের সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়ার পাশাপাশি ক্রেতারা প্রতারিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন তাঁতি ও ব্যবসায়ীরা।

চলতি বছরের মে মাসে সিলেটের মণিপুরি শাড়িকে বাংলাদেশের ৫৬তম জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তাঁতশিল্প সংশ্লিষ্টদের মতে, যাদের হাতের ছোঁয়ায় তৈরি হয় বাহারি শাড়ি, তাদের জীবন ঘুরপাক খাচ্ছে সেই একই বৃত্তে। অধিকাংশ তাঁতির রয়েছে মূলধন সংকট। তাঁতের শাড়িকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বড় মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী, যারা প্রান্তিক তাঁতিদের সুতা কেনার জন্য অগ্রিম টাকা দেয়, আবার কেউ কেউ তাঁতকল ও কাঁচামাল সরবরাহ করে পণ্য উৎপাদনের আগেই কিনে নেয়। যার কারণে মুনাফার পুরোটাই চলে যাচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়াদের পকেটে। এতে পণ্যের প্রকৃত দাম থেকে বঞ্চিত হন প্রান্তিক তাঁতিরা।

সংশ্লিষ্টরা জানান, দেশে বসবাসকারী প্রায় দুই লাখ মণিপুরি সম্প্রদায়ের দুই-তৃতীয়াংশ মৌলভীবাজার জেলায় বাস করেন। জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার অর্ধশতাধিক গ্রাম মণিপুরি জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত। নিজেদের ব্যবহারের জন্য একসময় প্রায় প্রতিটি মণিপুরি পরিবারে তাঁতে বোনা পোশাক তৈরি হতো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এখন সে চিত্র বদলালেও ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে অনেকে ধরে রেখেছেন এ শিল্প। বিশেষ করে প্রান্তিক পরিবারগুলো যুক্ত রয়েছে তাঁত শিল্পে। পরিবারের বাড়তি উপার্জনের জন্য নারীরা তাঁতের কাজ করেন। দিন দিন পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন ও বিপণনে যুক্ত হয়েছেন নতুন নতুন উদ্যোক্তা। শুধু কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর, রাণীবাজার, মাধবপুর এলাকার অন্তত ২০টি গ্রামে প্রায় দুই হাজার মানুষ তাঁত শিল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। অনেকে বাণিজ্যিকভাবে পোশাক উৎপাদন ও বিপণনের জন্য গড়ে তুলেছেন ছোট কারখানা। মণিপুরি তাঁতের সঙ্গে কমলগঞ্জের অনেক বাঙালি নারীও এখন যুক্ত হয়েছেন। তবে নতুন উদ্যোক্তারা সরাসরি উৎপাদনের চেয়ে বিপণনে বেশি সম্পৃক্ত। কারণ পোশাকের মান, নকশা, রঙ ঠিক রাখতে দরকার দক্ষ কারিগরের। উদ্যোক্তাদের প্রায় সবাই তাঁতিদের তাঁতকল ও কাঁচামাল সরবরাহ করে উৎপাদনে ভূমিকা রাখলেও মুনাফার বড় অংশ চলে যায় তাদের পকেটে। বাজারে পণ্যের দাম বেশি হলেও তাঁতিরা উপযুক্ত দাম পান না।

তাঁতিরা জানান, মণিপুরি তাঁতশিল্পীরা শাড়ি, থ্রিপিস, চাদর, গামছা, পাঞ্জাবিসহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করেন। তবে শাড়ির বাজার সবচেয়ে বড়। বিশেষ করে মণিপুরি তাঁতের শাড়ির বাড়তি কদর আছে রুচিশীল নারীদের কাছে। বাজারে মণিপুরি পণ্যের চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্যহীনতার সুযোগ নিচ্ছেন নকল পণ্য উৎপাদনকারীরা। আধুনিক মেশিনে তৈরি নকল পণ্যে বাজার সয়লাব। এসব পোশাকের ডিজাইন মণিপুরি 'মইরাং' ধরনের হলেও তা আদতে মণিপুরি না। মণিপুরি তাঁতে বোনা বা হ্যান্ড মেড একটা শাড়ি উৎপাদন খরচ বাদে ২ হাজার টাকার বেশি দামে পাইকারি বিক্রি করতে হয়। কিন্তু নকল পণ্য ৮০০ থেকে ১ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এতে আসল পণ্য মার খাচ্ছে। ক্রেতারাও প্রতারিত হচ্ছেন।

কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের ভানুবিল মাঝেরগাঁও গ্রামের রাধাবতী দেবী এরই মধ্যে কলাগাছের তন্তু থেকে কলাবতী শাড়ি তৈরি করে দেশব্যাপী পরিচিতি পেয়েছেন। তিনি জানান, ১৯৯২ সাল থেকে তিনি মণিপুরি শাড়ি তৈরি করছেন। ভালো মানের একটি শাড়ি তৈরি করতে দুজন [illegible] অনেকে পুঁজি বিনিয়োগ করতে

একই এলাকার তাঁতি অরুণা দেবী জানান, মণিপুরি তাঁতে বোনা সাধারণ মানের একটি শাড়ি বুনতে দুজন নারীর কমপক্ষে পাঁচদিন সময় লাগে। সব মিলিয়ে একটা শাড়ির উৎপাদন খরচ পড়ে ২ হাজার টাকার মতো। অন্যদিকে পলিয়েস্টার সুতা মিশিয়ে নকশা জাল করে মেশিনে উৎপাদিত শাড়ির উৎপাদন খরচ অর্ধেকেরও কম। সেই নকল পণ্য আসল তাঁতিদের কিছুটা সংকটে ফেলেছে।

আরেক তাঁতি গীতা দেবী জানান, প্রান্তিক তাঁতিরা সরাসরি বাজারজাত প্রক্রিয়ার সঙ্গে এখনো পরিচিত নন। মূলধন সংকটের কারণে তারা ফড়িয়া ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সরাসরি কাঁচামাল নিয়ে পোশাক তৈরি করেন। এ কারণে তাদের কাছে পণ্য অগ্রিম বিক্রি করতে হয়। মুনাফার পুরোটাই চলে যায় মধ্যস্বত্বভোগীর পকেটে।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড মাধবপুর বেসিক সেন্টার সূত্র জানায়, স্থানীয় তাঁত শিল্পের উন্নয়নে ১৯৯৭ সাল থেকে এ বেসিক সেন্টার কাজ করে যাচ্ছে। জেলায় প্রায় তিন হাজার তাঁতি রয়েছেন তাদের সমিতিতে। শুধু কমলগঞ্জে রয়েছেন প্রায় দেড় হাজার তাঁতি। এ সেন্টারের মাধ্যমে এখানকার তাঁতিদের স্বল্প সার্ভিস চার্জে ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পাশাপশি আর্থসামাজিক প্রকল্প নামে আরেকটি প্রকল্প পাঁচ ভাগ সার্ভিস চার্জে ঋণ দিচ্ছে। প্রতিটি বড় তাঁতের জন্য ৪০ হাজার টাকা আর কোমর তাঁতের জন্য ৩০ হাজার টাকা ঋণ দেয়া হয়। সর্বোচ্চ একজন তাঁতি পাঁচটা তাঁতের জন্য ২ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেয়ে থাকেন। তিন বছরে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। ক্ষুদ্র ঋণ চালু হয় ১৯৯৯ সালে এবং আর্থসামাজিক প্রকল্প ঋণ ২০১৮ সাল থেকে চালু হয়। এখন পর্যন্ত প্রকল্প ঋণ দেয়া হয়েছে ৭৭ লাখ টাকা, আরো ৪০ লাখ টাকা ঋণ প্রদানের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। আর ক্ষুদ্র ঋণ দেয়া হয়েছে ১ কোটি টাকার মতো। এর মধ্যে ৭০ ভাগ আদায় হয়েছে। প্রকল্প ঋণ আদায়ের হার ৯৫ ভাগ এবং ক্ষুদ্র ঋণ আদায়ের হার ৬৮ ভাগ।

এছাড়া 'ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট'-এ তাঁতিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থী তাঁতিরা প্রতিদিন ২৪০ টাকা করে ভাতা পান। এখানে মণিপুরি তাঁতের প্রশিক্ষণই বেশি দেয়া হয়।

তাঁতিদের দাবি, তাঁত বোর্ডসহ যেসব মাধ্যমে তাঁতিদের লোন দেয়া হয় সেটা প্রান্তিক তাঁতিরা খুব কম পান। তাঁতি নন, এমন অনেকে প্রতারণার মাধ্যমে সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিয়ে থাকেন। আবার তাঁতিদের কাছ থেকে যেসব ব্যবসায়ী পণ্য কেনেন তারাও তাঁতের ব্যবসার নামে বিভিন্ন সুবিধা নিচ্ছেন। এতে প্রকৃত প্রান্তিক তাঁতিরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কমলগঞ্জ বেসিক সেন্টারের লিয়াজোঁ অফিসার

ঢাকা।

ঐতিহ্যবাহী এ তাঁত শিল্প

ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

জিআই পণ্যের স্বীকৃতি পেলেও নানা সংকটে মণিপুরি তাঁত শিল্প

আহমদ আফরোজ ■ মৌলভীবাজার

জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও মণিপুরি তাঁত শিল্প নানা সংকটে জর্জরিত। প্রান্তিক তাঁতিদের মূলধন সংকট, বাজার ব্যবস্থার জটিলতা ও মণিপুরি 'মইরাং' নকশায় মেশিনে উৎপাদিত নকল পণ্যের ছড়াছড়িতে সংকটে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী এ শিল্প। কয়েক দফা হাতবদল হওয়ায় অধিক দামে ভোক্তারা পণ্য কিনলেও উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃত মূল্য না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁতিদের। তবে তাঁত বোর্ডের স্থানীয় বেসিক সেন্টারের দাবি, তাঁতিদের মূলধন সরবরাহ, বাজার ব্যবস্থাপনা, পণ্যের আধুনিকায়নসহ সব সমস্যা চিহ্নিত করে একটি সম্ভাবনাময় পণ্য হিসেবে মণিপুরি তাঁত শিল্পকে এগিয়ে নিতে কাজ করছে তারা।

খাতসংশ্লিষ্টরা জানান, নকলের ভিড়ে বাজারে মার খাচ্ছে জিআই স্বীকৃতি পাওয়া মনিপুরী তাঁতপণ্য। মণিপুরি তাঁতের শাড়ি নামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে মেশিনে তৈরি নকল পণ্য। উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় সেই শাড়ি বাজারে কম দামে বিক্রি হচ্ছে। এজন্য মণিপুরি আসল তাঁত শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, শিল্পের সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়ার পাশাপাশি ক্রেতারা প্রতারিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন তাঁতি ও ব্যবসায়ীরা।

চলতি বছরের মে মাসে সিলেটের মণিপুরি শাড়িকে বাংলাদেশের ৫৬তম জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তাঁতশিল্প সংশ্লিষ্টদের মতে, যাদের হাতের ছোঁয়ায় তৈরি হয় বাহারি শাড়ি, তাদের জীবন ঘুরপাক খাচ্ছে সেই একই বৃত্তে। অধিকাংশ তাঁতির রয়েছে মূলধন সংকট। তাঁতের শাড়িকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বড় মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী, যারা প্রান্তিক তাঁতিদের সুতা কেনার জন্য অগ্রিম টাকা দেয়, আবার কেউ কেউ তাঁতকল ও কাঁচামাল সরবরাহ করে পণ্য উৎপাদনের আগেই কিনে নেয়। যার কারণে মুনাফার পুরোটাই চলে যাচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়াদের পকেটে। এতে পণ্যের প্রকৃত দাম থেকে বঞ্চিত হন প্রান্তিক তাঁতিরা।

সংশ্লিষ্টরা জানান, দেশে বসবাসকারী প্রায় দুই লাখ মণিপুরি সম্প্রদায়ের দুই-তৃতীয়াংশ মৌলভীবাজার জেলায় বাস করেন। জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার অর্ধশতাধিক গ্রাম মণিপুরি জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত। নিজেদের ব্যবহারের জন্য একসময় প্রায় প্রতিটি মণিপুরি পরিবারে তাঁতে বোনা পোশাক তৈরি হতো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এখন সে চিত্র বদলালেও ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে অনেকে ধরে রেখেছেন এ শিল্প। বিশেষ করে প্রান্তিক পরিবারগুলো যুক্ত রয়েছে তাঁত শিল্পে। পরিবারের বাড়তি উপার্জনের জন্য নারীরা তাঁতের কাজ করেন। দিন দিন পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন ও বিপণনে যুক্ত হয়েছেন নতুন নতুন উদ্যোক্তা। শুধু কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর, রাণীবাজার, মাধবপুর এলাকার অন্তত ২০টি গ্রামে প্রায় দুই হাজার মানুষ তাঁত শিল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। অনেকে বাণিজ্যিকভাবে পোশাক উৎপাদন ও বিপণনের জন্য গড়ে তুলেছেন ছোট কারখানা। মণিপুরি তাঁতের সঙ্গে কমলগঞ্জের অনেক বাঙালি নারীও এখন যুক্ত হয়েছেন। তবে নতুন উদ্যোক্তারা সরাসরি উৎপাদনের চেয়ে বিপণনে বেশি সম্পৃক্ত। কারণ পোশাকের মান, নকশা, রঙ ঠিক রাখতে দরকার দক্ষ কারিগরের। উদ্যোক্তাদের প্রায় সবাই তাঁতিদের তাঁতকল ও কাঁচামাল সরবরাহ করে উৎপাদনে ভূমিকা রাখলেও মুনাফার বড় অংশ চলে যায় তাদের পকেটে। বাজারে পণ্যের দাম বেশি হলেও তাঁতিরা উপযুক্ত দাম পান না।

তাঁতিরা জানান, মণিপুরি তাঁতশিল্পীরা শাড়ি, থ্রিপিস, চাদর, গামছা, পাঞ্জাবিসহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করেন। তবে শাড়ির বাজার সবচেয়ে বড়। বিশেষ করে মণিপুরি তাঁতের শাড়ির বাড়তি কদর আছে রুচিশীল নারীদের কাছে। বাজারে মণিপুরি পণ্যের চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্যহীনতার সুযোগ নিচ্ছেন নকল পণ্য উৎপাদনকারীরা। আধুনিক মেশিনে তৈরি নকল পণ্যে বাজার সয়লাব। এসব পোশাকের ডিজাইন মণিপুরি 'মইরাং' ধরনের হলেও তা আদতে মণিপুরি না। মণিপুরি তাঁতে বোনা বা হ্যান্ড মেড একটা শাড়ি উৎপাদন খরচ বাদে ২ হাজার টাকার বেশি দামে পাইকারি বিক্রি করতে হয়। কিন্তু নকল পণ্য ৮০০ থেকে ১ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এতে আসল পণ্য মার খাচ্ছে। ক্রেতারাও প্রতারিত হচ্ছেন।

কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের ভানুবিল মাঝেরগাঁও গ্রামের রাধাবতী দেবী এরই মধ্যে কলাগাছের তন্তু থেকে কলাবতী শাড়ি তৈরি করে দেশব্যাপী পরিচিতি পেয়েছেন। তিনি জানান, ১৯৯২ সাল থেকে তিনি মণিপুরি শাড়ি তৈরি করছেন। ভালো মানের একটি শাড়ি তৈরি করতে দুজন তাঁতির এক সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। অনেকে পুঁজি বিনিয়োগ করতে না পারায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করতে পারছেন না। নিজেদের ব্যবহারের প্রয়োজনীয় পোশাক তৈরির পর অবশিষ্ট পোশাক তারা বিক্রি করেন। যার কারণে বাজারে চাহিদা থাকলেও জোগান বাড়ানো যাচ্ছে না। উৎপাদন খরচ কমাতে অনেকে সুতি সুতার বদলে কোরিয়ান সুতা ব্যবহার করেন। এতে পোশাকের গুণগত মান কমে যাচ্ছে।

একই এলাকার তাঁতি অরুণা দেবী জানান, মণিপুরি তাঁতে বোনা সাধারণ মানের একটি শাড়ি বুনতে দুজন নারীর কমপক্ষে পাঁচদিন সময় লাগে। সব মিলিয়ে একটা শাড়ির উৎপাদন খরচ পড়ে ২ হাজার টাকার মতো। অন্যদিকে পলিয়েস্টার সুতা মিশিয়ে নকশা জাল করে মেশিনে উৎপাদিত শাড়ির উৎপাদন খরচ অর্ধেকেরও কম। সেই নকল পণ্য আসল তাঁতিদের কিছুটা সংকটে ফেলেছে।

আরেক তাঁতি গীতা দেবী জানান, প্রান্তিক তাঁতিরা সরাসরি বাজারজাত প্রক্রিয়ার সঙ্গে এখনো পরিচিত নন। মূলধন সংকটের কারণে তারা ফড়িয়া ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সরাসরি কাঁচামাল নিয়ে পোশাক তৈরি করেন। এ কারণে তাদের কাছে পণ্য অগ্রিম বিক্রি করতে হয়। মুনাফার পুরোটাই চলে যায় মধ্যস্বত্বভোগীর পকেটে।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড মাধবপুর বেসিক সেন্টার সূত্র জানায়, স্থানীয় তাঁত শিল্পের উন্নয়নে ১৯৯৭ সাল থেকে এ বেসিক সেন্টার কাজ করে যাচ্ছে। জেলায় প্রায় তিন হাজার তাঁতি রয়েছেন তাদের সমিতিতে। শুধু কমলগঞ্জে রয়েছেন প্রায় দেড় হাজার তাঁতি। এ সেন্টারের মাধ্যমে এখানকার তাঁতিদের স্বল্প সার্ভিস চার্জে ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পাশাপাশি আর্থসামাজিক প্রকল্প নামে আরেকটি প্রকল্প পাঁচ ভাগ সার্ভিস চার্জে ঋণ দিচ্ছে। প্রতিটি বড় তাঁতের জন্য ৪০ হাজার টাকা আর কোমর তাঁতের জন্য ৩০ হাজার টাকা ঋণ দেয়া হয়। সর্বোচ্চ একজন তাঁতি পাঁচটা তাঁতের জন্য ২ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেয়ে থাকেন। তিন বছরে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। ক্ষুদ্র ঋণ চালু হয় ১৯৯৯ সালে এবং আর্থসামাজিক প্রকল্প ঋণ ২০১৮ সাল থেকে চালু হয়। এখন পর্যন্ত প্রকল্প ঋণ দেয়া হয়েছে ৭৭ লাখ টাকা, আরো ৪০ লাখ টাকা ঋণ প্রদানের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। আর ক্ষুদ্র ঋণ দেয়া হয়েছে ১ কোটি টাকার মতো। এর মধ্যে ৭০ ভাগ আদায় হয়েছে। প্রকল্প ঋণ আদায়ের হার ৯৫ ভাগ এবং ক্ষুদ্র ঋণ আদায়ের হার ৬৮ ভাগ।

এছাড়া 'ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট'-এ তাঁতিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থী তাঁতিরা প্রতিদিন ২৪০ টাকা করে ভাতা পান। এখানে মণিপুরি তাঁতের প্রশিক্ষণই বেশি দেয়া হয়।

তাঁতিদের দাবি, তাঁত বোর্ডসহ যেসব মাধ্যমে তাঁতিদের লোন দেয়া হয় সেটা প্রান্তিক তাঁতিরা খুব কম পান। তাঁতি নন, এমন অনেকে প্রতারণার মাধ্যমে সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিয়ে থাকেন। আবার তাঁতিদের কাছ থেকে যেসব ব্যবসায়ী পণ্য কেনেন তারাও তাঁতের ব্যবসার নামে বিভিন্ন সুবিধা নিচ্ছেন। এতে প্রকৃত প্রান্তিক তাঁতিরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কমলগঞ্জ বেসিক সেন্টারের লিয়াজোঁ অফিসার নিতাই চন্দ্র মোদক *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'মণিপুরি তাঁত একটি সম্ভাবনাময় খাত। শিল্পের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে তাঁত বোর্ডের বেসিক সেন্টার তাঁতিদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। তাঁত বোর্ড এখানকার তাঁতিদের সব রকমের সহায়তা দিচ্ছে। কেনো প্রান্তিক তাঁতি যদি ঋণ না পেয়ে থাকেন আমরা সেটার ব্যবস্থা করব।'

কালবেলা

30 DEC 2025

১ জানুয়ারি পর্দা উঠছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার

বিশেষ প্রতিনিধি »

পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ১ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৬। প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বাণিজ্য মেলার শুভ উদ্বোধন করবেন। গতকাল সোমবার বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ডিআইটিএফ-২০২৬ আয়োজন বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান। এ সময় ইপিবি ভাইস চেয়ারম্যান হাসান আরিফ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) আব্দুর রহিম খান ও ইপিবির মহাপরিচালক বেবি রানী কর্মকার উপস্থিত ছিলেন। বাণিজ্য সচিব বলেন, এবারের বাণিজ্য মেলায় অনলাইনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির স্টল/প্যাভিলিয়ন স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। মেলায় ই-টিকিটিংয়ের (অন-স্পট টিকিট ক্রয়

পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থার পাশাপাশি অনলাইনে টিকিট ক্রয়-পূর্বক কিউআর কোড স্ক্যান করে মেলায় প্রবেশ) ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এবার ক্রেতা-দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসির ডেডিকেটেড বাস সার্ভিসের পাশাপাশি যুক্ত হচ্ছে কনসেশনাল রেটে 'পাঠাও' সার্ভিস। এবারের বাণিজ্য মেলায় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং চব্বিশের জুলাই আন্দোলনে আহত ও শহীদদের স্মরণে স্থিরচিত্র প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশ স্কয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। মেলায় সম্ভাবনাময় সেক্টর/পণ্যভিত্তিক সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বিদেশি উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানের সুবিধার্থে মেলায় থাকছে ইলেক্ট্রনিক্স ও ফার্নিচার জোন। সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য তৈরি করা হয়েছে সিটিং কর্নার। শিশুদের নির্মল চিত্তবিনোদনের জন্য মেলায় থাকছে দুটি শিশুপার্ক। পণ্যের প্রসার ও বিপণনের জন্য মেলায় থাকছে উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। মহিলা, প্রতিবন্ধী, কুটির/তাঁত/বস্ত্র/হস্ত শিল্পের উদ্যোক্তাদের সংরক্ষিত স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এবারের মেলায় পলিথিন ব্যাগ এবং সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিকল্প হিসেবে হ্রাসকৃত মূল্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শপিং ব্যাগ সরবরাহ করা হবে। এছাড়া, তারুণ্যের শক্তি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে মাসব্যাপী মেলায় থাকছে সেমিনার/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন আয়োজন। ব্যাংকিং সার্ভিসের জন্য মেলায় থাকবে এটিএম বুথ। মা ও শিশুদের জন্য থাকবে মা ও শিশু কেন্দ্র।

দেশীয় পণ্যের প্রচার, প্রসার, বিপণন ও উৎপাদনে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৫ সাল থেকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন করা হচ্ছে। পঞ্চমবারের মতো বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে। মেলার লে-আউট প্ল্যান অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩২৪টি প্যাভিলিয়ন/স্টল/রেস্টুরেন্ট দেশীয় উৎপাদক-রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসহ সাধারণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। দেশি বস্ত্র, মেশিনারিজ, কার্পেট, কসমেটিক্স অ্যান্ড বিউটি এইডস, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ফার্নিচার, পাট ও পাটজাত পণ্য, গৃহসামগ্রী, চামড়া/আর্টিফিশিয়াল চামড়া ও জুতাসহ চামড়াজাত পণ্য, স্পোর্টস গুডস, স্যানিটারি ওয়্যার, খেলনা, স্টেশনারি, ক্রোকারিজ, প্লাস্টিক, মেলামাইন পলিমার, হারবাল ও টয়লেট্রিজ, ইমিটেশন জুয়েলারি,

কুড়িল বিশ্বরোড, ফার্মগেট (খেজুরবাগান/খামারবাড়ি), নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী থেকে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বাণিজ্য মেলার উদ্দেশ্যে বিআরটিসির ২০০টির বেশি ডেডিকেটেড শাটল বাস চলবে। মেলা প্রাঙ্গণ থেকে শাটল বাসের সর্বশেষ ট্রিপ ছাড়বে রাত ১১টায়। নির্ধারিত ভাড়া অনুযায়ী ফার্মগেট (খেজুরবাগান/খামারবাড়ি) থেকে মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত ভাড়া ৭০ টাকা, কুড়িল বিশ্বরোড থেকে ৪০ টাকা, চাষাড়া থেকে ১২০ টাকা, মুক্তারপুর থেকে ১৩০ টাকা, নরসিংদী থেকে ১০০ টাকা এবং মেলাপ্রাঙ্গণ থেকে সাইনবোর্ড পর্যন্ত ভাড়া ১০০ টাকা (জনপ্রতি) নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, স্বল্পমূল্যে যাত্রী পরিবহনের জন্য পাঠাও অ্যাপসের মাধ্যমেও বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মেলার টিকিটের মূল্য (জনপ্রতি) ৫০ টাকা (প্রাপ্ত বয়স্ক) এবং শিশুদের (১২ বছরের নিচে) ক্ষেত্রে ২৫ টাকা। মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধী ও জুলাই আহতরা তাদের কার্ড প্রদর্শনপূর্বক বিনামূল্যে মেলায় প্রবেশ করতে পারবেন। মাসব্যাপী এই মেলা প্রতিদিন সকাল ৯টা ৫৫ মিনিট থেকে রাত ৯টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত চলবে (সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে রাত ১০টা পর্যন্ত)।

বাণিজ্য মেলার সার্বিক নিরাপত্তা এবং দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণার্থে মেলা প্রাঙ্গণে পর্যাপ্তসংখ্যক পুলিশ, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, র‍্যাব, গোয়েন্দা সংস্থাসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য নিয়োজিত থাকবে। নিরাপত্তা অগ্রাধিকার বিবেচনায় মেলা প্রাঙ্গণের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান, প্রবেশ গেট, পার্কিং এরিয়ায় সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া, মেলার প্রবেশ গেটে প্রয়োজনীয়সংখ্যক আর্চওয়ে ও মেটাল ডিটেক্টরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে কোনো ধরনের অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধে মেলায় সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকবে ফায়ার ব্রিগেড।

এবারের মেলায় এক্সিবিশন হলে পর্যাপ্তসংখ্যক পুরুষ ও মহিলা পৃথক টয়লেটের পাশাপাশি এক্সিবিশন হলের বাইরেও পর্যাপ্তসংখ্যক টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য দুই শতাধিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকবে। মেলায় খাদ্য দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ গঠিত টিম মেলা চলাকালীন প্রতিদিন ভেজালবিরোধী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবে। মেলায় পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে প্রিমিয়ার রেস্টুরেন্ট/প্রিমিয়ার মিনি রেস্টুরেন্ট/কফি শপ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া মেলায় এক্সিবিশন সেন্টারের ভেতরে ৫০০ আসনবিশিষ্ট একটি ক্যাফেটেরিয়া রয়েছে যাতে মেলায় আসা দর্শনার্থী নির্ধারিত মূল্যে চমৎকার পরিবেশে মানসম্মত খাবার খেতে পারবেন।

বাণিজ্য মেলার

বিশেষ প্রতিনিধি »

পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ১ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৬। প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বাণিজ্য মেলার শুভ উদ্বোধন করবেন। গতকাল সোমবার বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ডিআইটিএফ-২০২৬ আয়োজন বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান। এ সময় ইপিবি ভাইস চেয়ারম্যান হাসান আরিফ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) আব্দুর রহিম খান ও ইপিবির মহাপরিচালক বেবি রানী কর্মকার উপস্থিত ছিলেন। বাণিজ্য সচিব বলেন, এবারের বাণিজ্য মেলায় অনলাইনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির স্টল/প্যাভিলিয়ন স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। মেলায় ই-টিকিটিংয়ের (অন-স্পট টিকিট ক্রয়

... পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থার পাশাপাশি অনলাইনে টিকিট ক্রয়-পূর্বক কিউআর কোড স্ক্যান করে মেলায় প্রবেশ) ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এবার ক্রেতা-দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসির ডেডিকেটেড বাস সার্ভিসের পাশাপাশি যুক্ত হচ্ছে কনসেশনাল রেটে 'পাঠাও' সার্ভিস। এবারের বাণিজ্য মেলায় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং চব্বিশের জুলাই আন্দোলনে আহত ও শহীদদের স্মরণে স্থিরচিত্র প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশ স্কয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। মেলায় সম্ভাবনাময় সেক্টর/পণ্যভিত্তিক সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বিদেশি উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানের সুবিধার্থে মেলায় থাকছে ইলেক্ট্রনিক্স ও ফার্নিচার জোন। সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য তৈরি করা হয়েছে সিটিং কর্নার। শিশুদের নির্মল চিত্তবিনোদনের জন্য মেলায় থাকছে দুটি শিশুপার্ক। পণ্যের প্রসার ও বিপণনের জন্য মেলায় থাকছে উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। মহিলা, প্রতিবন্ধী, কুটির/তাঁত/বস্ত্র/হস্ত শিল্পের উদ্যোক্তাদের সংরক্ষিত স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এবারের মেলায় পলিথিন ব্যাগ এবং সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিকল্প হিসেবে হ্রাসকৃত মূল্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শপিং ব্যাগ সরবরাহ করা হবে। এছাড়া, তারুণ্যের শক্তি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে মাসব্যাপী মেলায় থাকছে সেমিনার/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন আয়োজন। ব্যাংকিং সার্ভিসের জন্য মেলায় থাকবে এটিএম বুথ। মা ও শিশুদের জন্য থাকবে মা ও শিশু কেন্দ্র।

দেশীয় পণ্যের প্রচার, প্রসার, বিপণন ও উৎপাদনে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৫ সাল থেকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন করা হচ্ছে। পঞ্চমবারের মতো বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে। মেলার লে-আউট প্ল্যান অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩২৪টি প্যাভিলিয়ন/স্টল/রেস্টুরেন্ট দেশীয় উৎপাদক-রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসহ সাধারণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। দেশি বস্ত্র, মেশিনারিজ, কার্পেট, কসমেটিক্স অ্যান্ড বিউটি এইডস্, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ফার্নিচার, পাট ও পাটজাত পণ্য, গৃহসামগ্রী, চামড়া/আর্টিফিশিয়াল চামড়া ও জুতাসহ চামড়াজাত পণ্য, স্পোর্টস গুডস, স্যানিটারি ওয়্যার, খেলনা, স্টেশনারি, ক্রোকারিজ, প্লাস্টিক, মেলামাইন পলিমার, হারবাল ও টয়লেট্রিজ, ইমিটেশন জুয়েলারি, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, ফাস্টফুড, হস্তশিল্পজাত পণ্য, হোম ডেকর ইত্যাদি পণ্য মেলায় প্রদর্শিত হবে।

মেলায় সাধারণ দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে কুড়িল বিশ্বরোড, ফার্মগেট (খেজুরবাগান/খামারবাড়ি), নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী থেকে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বাণিজ্য মেলার উদ্দেশ্যে বিআরটিসির ২০০টির বেশি ডেডিকেটেড শাটল বাস চলবে। মেলা প্রাঙ্গণ থেকে শাটল বাসের সর্বশেষ ট্রিপ ছাড়বে রাত ১১টায়। নির্ধারিত ভাড়া অনুযায়ী ফার্মগেট (খেজুরবাগান/খামারবাড়ি) থেকে মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত ভাড়া ৭০ টাকা, কুড়িল বিশ্বরোড থেকে ৪০ টাকা, চাষাড়া থেকে ১২০ টাকা, মুক্তারপুর থেকে ১৩০ টাকা, নরসিংদী থেকে ১০০ টাকা এবং মেলাপ্রাঙ্গণ থেকে সাইনবোর্ড পর্যন্ত ভাড়া ১০০ টাকা (জনপ্রতি) নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, স্বল্পমূল্যে যাত্রী পরিবহনের জন্য পাঠাও অ্যাপসের মাধ্যমেও বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মেলার টিকিটের মূল্য (জনপ্রতি) ৫০ টাকা (প্রাপ্ত বয়স্ক) এবং শিশুদের (১২ বছরের নিচে) ক্ষেত্রে ২৫ টাকা। মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধী ও জুলাই আহতরা তাদের কার্ড প্রদর্শনপূর্বক বিনামূল্যে মেলায় প্রবেশ করতে পারবেন। মাসব্যাপী এই মেলা প্রতিদিন সকাল ৯টা ৫৫ মিনিট থেকে রাত ৯টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত চলবে (সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে রাত ১০টা পর্যন্ত)।

বাণিজ্য মেলার সার্বিক নিরাপত্তা এবং দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণার্থে মেলা প্রাঙ্গণে পর্যাপ্তসংখ্যক পুলিশ, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, র‍্যাব, গোয়েন্দা সংস্থাসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য নিয়োজিত থাকবে। নিরাপত্তা অগ্রাধিকার বিবেচনায় মেলা প্রাঙ্গণের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান, প্রবেশ গেট, পার্কিং এরিয়ায় সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া, মেলার প্রবেশ গেটে প্রয়োজনীয়সংখ্যক আর্চওয়ে ও মেটাল ডিটেক্টরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে কোনো ধরনের অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধে মেলায় সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকবে ফায়ার ব্রিগেড।

এবারের মেলায় এক্সিবিশন হলে পর্যাপ্তসংখ্যক পুরুষ ও মহিলা পৃথক টয়লেটের পাশাপাশি এক্সিবিশন হলের বাইরেও পর্যাপ্তসংখ্যক টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য দুই শতাধিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকবে। মেলায় খাদ্য দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ গঠিত টিম মেলা চলাকালীন প্রতিদিন ভেজালবিরোধী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবে। মেলায় পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে প্রিমিয়ার রেস্টুরেন্ট/প্রিমিয়ার মিনি রেস্টুরেন্ট/কফি শপ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া মেলায় এক্সিবিশন সেন্টারের ভেতরে ৫০০ আসনবিশিষ্ট একটি ক্যাফেটেরিয়া রয়েছে যাতে মেলায় আসা দর্শনার্থী নির্ধারিত মূল্যে চমৎকার পরিবেশে মানসম্মত খাবার খেতে পারবেন। মেলায় আসা দর্শনার্থীদের জন্য সার্বক্ষণিক চিকিৎসক ও পেশেন্ট কেয়ার অ্যাটেনডেন্ট উপস্থিত থেকে ফ্রি প্রাথমিক চিকিৎসা ও চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করবে।

বাংলাদেশের খবর
30 DEC 2025

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা শুরু ১ জানুয়ারি

উদ্বোধন করবেন প্রধান উপদেষ্টা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ও নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ❑

রাজধানীর পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে নতুন বছরের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) শুরু হচ্ছে ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৬। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করবেন। মেলায় খাবার পানির বোতল বাদে একবার ব্যবহার্য সব প্লাস্টিক, পলিথিন ব্যাগ ও প্লাস্টিক শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ থাকবে। তবে ক্রেতা সাধারণের জন্য সরকারিভাবে হ্রাসকৃত মূল্যে মেলায় পাটের ব্যাগ থাকবে। এক্ষেত্রে অংশ নেওয়া যেসব প্রতিষ্ঠান তারা নিজেরাও পলিথিন বা প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহার করবে, তারা সেরা প্যাভিলিয়ন বা স্টল সম্পর্কিত কোনো ধরনের পুরস্কার পাবে না বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান।

গতকাল সোমবার ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্য সচিব সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ১ জানুয়ারি সকাল ১০টায় এ মেলার উদ্বোধন করবেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস।

বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, এ বছরে উল্লেখ করার মতো একটি বিশেষ বিষয় হবে যে, এই বছরে মেলা থেকে আমরা সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক তথা পলিথিন বর্জন করেছি। এ বছরের ৩০তম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা এই পূর্বাচলে পলিথিনের কোনো ব্যাগ অ্যালাউ করা হবে না। পানিটা তো আপনারা জানেন যে- পানি মানুষ কিনে খায়, কাচের বোতলে আমরা সরবরাহ করতে পারব না এ বছরও, আগামী বছর থেকে আমরা ডিস্পেন্সার দেওয়ার কথা চিন্তাভাবনা করব। কিন্তু এ বছর পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাপনা আমরা করতে পারব না বলে পলিথিনের বোতলটা আমরা অ্যালাউ করব, বাট সংগ্রহ করার ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু বিশেষভাবে হলো পলিথিনের ব্যাগ চলবে না এখানে।

এবারের বাণিজ্য মেলায় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং চব্বিশের জুলাই আন্দোলনে আহত ও শহীদের স্মরণে স্থিরচিত্র প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশ স্কয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। মেলায় সম্ভাবনাময় খাত বা পণ্যভিত্তিক সেমিনার আয়োজন করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বিদেশি উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের সুবিধার্থে থাকবে ইলেকট্রনিক্স ও ফার্নিচার জোন। জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে সিটিং কর্নার। শিশুদের নির্মল চিত্তবিনোদনের জন্য মেলায় থাকছে দুটি শিশু পার্ক।

পণ্য প্রসার ও বিপণনের জন্য মেলায় থাকবে উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। নারী, প্রতিবন্ধী কুটির, তাঁত, বস্ত্র ও হস্তশিল্পের উদ্যোক্তাদের সংরক্ষিত স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয়।

এবার বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩২৪টি প্যাভিলিয়ন, স্টল দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ভারত, তুরস্ক, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, হংকং ও মালয়েশিয়ার মোট ১১টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। গত বছরের মেলায় মোট ৩৪৩টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

রপ্তানি উন্নয়ন ... ঢাকা।